বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৪-১৫

রূপান্তর

ডাক, টেলিযোগাযোগ
ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

বানী

শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জবাবদিহিতা গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে এবং টেকসই উন্নয়নের ভিততে শক্তিশালী করে। আর এ প্রত্যয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ প্রতিবছরের সাফল্য এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার উপর একটি পুস্তিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে এটি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। জেনে আমি আনন্দিত।

আপনারা জানেন সকলের জন্য ন্যায় পরায়নতা, সমসুযোগ এবং স্বচ্ছার মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এর যথার্থ প্রতিফলন ঘটাতে সর্বশেষ গত ১ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ থেকে আরেক দফা ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের মূল্য হ্রাস করা হয়েছে। এর ফলে গ্রাহকগণ ০১ এমবিপিএস ব্যান্ডউইথ ১০৬৮ টাকার পরিবর্তে ৬২৫ টাকায় কিনতে পারছেন। এ প্রসঙ্গে বলতে হয় ২০০৭ সালে প্রতি এমবিপিএস ব্যান্ড উইথের মূল্য ছিলো ৭৬০০০ টাকা। গ্রাহকদের সুবিধার্থে এবং সবর জন্য ইন্টারনেটের অবাধ ব্যবহার নিশ্চিত করতে এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সারাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারির সংখ্যা ইতোমধ্যে কোটি অতিক্রম করেছে যা ঈর্ষণীয়।

তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ প্রবাহের এ যুগে বাংলাদেশ আজ সামনের সারির একটি দেশ। আমাদের সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে গত সাড়ে ছয় বছরে দেশের তথ্য-প্রযুক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটেছে। আমাদের নিবিড় প্রচেষ্টায় তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে। পুরো দেশ একই নেট্ওয়ার্কের আওতায় চলে এসেছে।

তথ্যপ্রযুক্তির প্রায়োগক উৎকর্ষ সাধন, ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও প্রান্তি মানুষের কাছে ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দেয়ার সাফল্যের দরুণ ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ আর কোন স্বপ্ন নয়, এক অনিবার্য বাস্তবতা।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানেরন আজন্ম লালিত স্বপ্ন একটি সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা। এ স্বপ্ন পূরণে সরকার তথ্যও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে পাথেয় করেছে।

আসুন বর্তমান সরকারের এ লক্ষ্য পূরণে সকলে মিলে কাজ করি।

আমি প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি।

(শেখ হাসিনা)

বাণী

সজীব আহমেদ ওয়াজেদ

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ
প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ প্রতিবছরের সাফল্য এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার উপর একটি প্রকাশনা বের করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দেশে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সঙ্গে নতুন এ আয়োজন দেশে তথ্যপ্রযুক্তির এগিয়ে চলায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

বাংলাদেশকে নতুন উচ্চতায় আসীন করতে সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সে লক্ষ্য পূরণের সিঁড়ি- 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'। অবকাঠামো নির্মাণ, প্রান্তিক জনপদ পর্যন্ত তথ্যপ্রযুক্তির সেবা নিশ্চিত করেছে সরকার। সেবা এখন মিলছে ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্রে বসেই। এমনকি বাংলাদেশে তৈরি তথ্যপ্রযুক্তি সেবা রফতানি হচ্ছে বিশ্বের ৩০টিরও বেশি দেশে। তথ্যপ্রযুক্তি এখন কয়েক লাখ মানুষের জীবিকার উৎস, চার কোটিরও বেশি মানুষের কর্ম-সহযোগী, মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সেবা সহজলভ্যতার প্রতিচ্ছবি।

মাত্র ছয় বছরেই জেগে উঠেছে বাংলাদেশ। তা সম্ভব হয়েছে সরকারের প্রচেষ্টার সঙ্গে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতিসহ তথ্যপ্রযুক্তি সংগঠনগুলোর নিরন্তর উদ্যোগ যুক্ত হওয়ায়।

আমি প্রত্যাশা করি, এই প্রকাশনার মাধ্যমে প্রযুক্তিকে পাথেয় করে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান সরকারের নানাবিধ কর্মকান্ড সম্পর্কে জানতে পারবে এবং আগামীর পথচলা সম্পর্কেও একটি স্বচ্ছ ধারণা পাবে।

প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(সজীব আহমেদ ওয়াজেদ)

বাণী

জুনাইদ আহমেদ পলক,এমপি

প্রতিমন্ত্রী

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

তথ্যপ্রযুক্তি এখন জনগণের ক্ষমতায়ন ও দারিদ্র দূরীকরণের অন্যতম হাতিয়ার। এ হাতিয়ারকে অবলম্বন করে বর্তমান সরকারের বিরামহীন প্রয়াস জনগণকে জানাতে এবং আগামীর রূপরেখা আঁকতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ প্রতিবছরের সাফল্য এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার উপর একটি প্রকাশনা বের করতে যাচ্ছে।

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার। এ লক্ষ্যপূরণে নীতি-প্রণয়ন, অবকাঠামো তৈরি, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিসহ করণীয় সবকিছুই করে যাচ্ছে নিরলসভাবে।

এর সুফল এরই মধ্যে পেতে শুরু করেছে জনগণ। পাঁচ হাজারেরও বেশি ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্র থেকে এখন ৪০ লাখ মানুষ প্রতিদিন সেবা নিচ্ছে। ই-কমার্স, ই-পেমেন্ট, মোবাইল ব্যাংকিং, মুঠোফোনে থ্রি-জি ইত্যাদি সুবিধা নিচ্ছে তারও বেশি মানুষ। সাড়ে আট হাজার ডাকঘরে ই-পোষ্ট রূপান্তরের কাজ শুরু হয়েছে। ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিংয়ের কাজ। ই-গভর্নেন্স চালু, তথ্যপ্রযুক্তি পার্ক ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজও অব্যাহত রয়েছে। এসব সম্পন্ন হলে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলাদেশ আরও বহুদূর এগিয়ে যাবে।

ইন্টারনেটের মূল্য প্রতি এমবিপিএস ৬২৫ টাকায় নেমে এসেছে। এর ফলে প্রান্তিক জনপদগুলোতেও ইন্টারনেটের ব্যপক ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

দেশে বর্তমানে মোবাইল গ্রাহক ১২ কেটি ৭৬ লাখ এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ৫ কোটি ৭০ লাখ। এ অর্জন সম্ভব হয়েছে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের দরুণ।

এ কথা অনস্বীকার্য, সরকারের গৃহীত উদ্যোগগুলোর সফলতার বড় সহযোগী মোবাইল অপারেটর, বিসিএস, বেসিস, আইএসপিএবিসহ বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান,। তাদের প্রতি রইল আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

আমি এ প্রকাশনা যাতে সবার কাছে পৌঁছে দেয়ার আহ্বান জানাই।

প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এমপি

বাণী

এডভোকেট তারানা হালিম
প্রতিমন্ত্রী
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য জ্ঞান আহরণও ক্ষমতা অর্জণের অন্যতম উৎস। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের ক্ষমতায়নে ও জ্ঞানের দুয়ার অবারিত করতে অন্তহীন প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

এরই আলোকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ প্রতিবছরের সাফল্য এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার উপর একটি প্রকাশনা বের করতে যাচ্ছে। জীবনযাত্রার প্রতিটি স্তরে প্রযুক্তির ছোঁয়া জীবনকে করছে গতিশীল। প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বে টিকে থাকতে হলে আমাদেরও প্রযুক্তির ব্যবহারকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত করতে হবে। সকল ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চত করতে হবে, যাতে করে আমাদের উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিত হয়। একটি মেধা ও জ্ঞাননির্ভর সমাজ বিনির্মাণে বর্তমান সরকারের প্রয়াস ও সাফল্য বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের অংশ হিসেবে দেশে থ্রি-জি মোবাইল নেটওয়ার্কের সূচনা হয়েছে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিতের জন্য। সরকারি সকল কর্মকান্ডে সূচনা হয়েছে ডিজিটালাইজেশন যাতে করে মানুষের জীবনযাত্রা সহজ হয়। ইন্টারনেটের মূল্য কমিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে কমমূল্যে ইন্টারনেট সেবা পৌঁছাতে ইন্টারনেটার দাম আরেক দফা কমিয়ে প্রতি এমবিপিএস ৬২৫ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। সূচিত হয়েছে ই-শিক্ষা, ই-বুক, ভার্চুয়াল বিশ্ববদ্যিালয়, ঘরে বসে পরীক্ষা দেওয়া এবং শিক্ষকের কাছে পড়াশোনা সবই। মোটকথা তত্যপ্রযুক্তিকে শিক্ষার সাথে এমনভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে যাতে শিক্ষার প্রতিটি স্তরে প্রযুক্তি প্রভাব কর্মজীবনকে সহজ করে তোলে। মাধ্যমিক পর্যায় থেকে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সমাজ গঠনের লক্ষ্যে। বিশ্ববদ্যালয়ের শিক্ষাজীবনকে ছেড়ে হয়েছে প্রযুক্তির ডানায় যাতে করে শিক্ষার্থীরা বিনাবাধায় সে ডানায় ভর করে পেরিয়ে যেতে পারে তার উচ্চতর শিক্ষার গণ্ডি।

তথ্যপ্রযুক্তির কথা মানুষের কাছে তুলে ধরার মানসে এ প্রকাশনার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি এবং এর সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি ।

(তারানা হালিম)

শ্যাম সুন্দর সিকদার
সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

প্রাক কথন

বাংলাদেশ একটি রূপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। রূপান্তর ঘটছে শ্রমনির্ভর থেকে জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতিতে, শতাব্দী প্রাচীন সনাতনী ধারার তথ্য ও সেবা প্রদান পদ্ধতি থেকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে। আর এ রূপান্তরে মূল ভুমিকা রাখছে ইন্টারনেটভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তি। রূপান্তরের পথে আনুষ্ঠানিক অভিষেক শুরু হয় ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে। রূপকল্প '২০২১ -এর মূল উপজীব্য ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরুর মধ্য দিয়ে। এরইমধ্যে সাড়ে ছয় বছর অতিবাহিত হয়েছে। এই সময়ে টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ হয়েছে। দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সেবা পৌঁছে যায় সূদূর প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত। ইন্টারনেটের সুবাদে গ্রামের মানুষও এখন বিশ্বগ্রামের সঙ্গে যুক্ত। ইন্টারনেট ক্রমশ মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হয়ে উঠছে। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে তাদের ইন্টারনেট নির্ভরতা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সরকারের প্রথম উদ্যোগ ছিল মানুষের দোরগোড়ায় তথ্য ও সেবা পৌছে দেওয়া। ৪,৫৪৭টি ইউনিয়নে ডিজিটাল সেন্টারসহ মোট ৫,২৭৫টি ডিজিটাল সেন্টার থেকে ৫০ থেকে ১০০ ধরনের তথ্য ও সেবা প্রদানের ফলে সে লক্ষ্য অর্জনে সরকার অনেকটাই সফল। এখন শুরু হয়েছে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে হাতের মুঠোয় তথ্য ও সেবা পৌঁছে দেওয়ার কাজ। ইতোমধ্যে সরকারি অনেক তথ্য ও সেবাই মানুষ মোবাইলে পেতে শুরু করেছে। দেশের প্রায় ১৩ কোটি মানুষের হাতে মোবাইল ফোন রয়েছে। ব্যাংকিং সেবার বাইরে থাকা প্রায় সব মানুষই এখন মোবাইল ব্যাংকিংয়ের আওতায়। দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারি ৫ কোটি ৭ লাখ। এই সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। ফলে দেশে আইসিটি বা ইন্টারনেট ভিত্তিক অর্থনীতির দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটছে। এটি একটি দ্রুত বিকাশমান নতুন খাত। বর্তমানে যে গতিতে আইসিটি খাত বিকশিত হতে শুরু

করেছে আগামীতে জাতীয় অর্থনীতিতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও টেকসই খাত হিসেবে আবির্ভূত হতে যাচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

একটি দেশের টেলিডেনসিটি বৃদ্ধির হার থেকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ওই খাতের অবদান পরিমাপ করা যায়। এক গবেষণায় দেখা গেছে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কানেক্টিভিটি বা টেলিডেনসিটি ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে তা দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে কমপক্ষে শূণ্য দশমিক ৬ শতাংশ বাড়িয়ে দেয়। ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে দেশে টেলিডেনসিটি ছিল ৩০ শতাংশ। প্রথম দু'বছরে টেলিডেনসিটি বৃদ্ধি পেয়ে ৪৭ দশমিক ৮ শতাংশে উন্নীত হয়। ২০১৫ সালে তা ৭০ শতাংশ এবং ২০২১ সালে ৯০ শতাংশ বৃদ্ধির পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। টেলিডেনসিটি বৃদ্ধির এই ধারা অব্যাহত থাকলে আগামীতে টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাত উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করবে। তখন ইন্টারনেটভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশ দৃশ্যমান হবে। শ্রমনির্ভর অর্থনীতি থেকে জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতিতে উত্তরণে নতুন মাইলফলক যোগ হবে। তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ঘোষিত সময়ের পূর্বেই উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা এবং তাঁরই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমদ ওয়াজেদ -এর পরামর্শে। ২০১৪ সালের শুরু থেকে মাননীয় সাংসদ জুনাইদ আহমেদ পলক-এর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুবাদে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সামগ্রিক কার্যক্রমে গতি এসেছে। অপরদিকে, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম তারানা হালিম এবং ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ সমন্বিতভাবে কাজ করছে, যা মূলত টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি খাতকে দ্রুত বিকশিত করায় ভূমিকা রাখছে। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী দ্বয় এবং স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি মহোদয়কে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের সামগ্রিক বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে এবার আমরা প্রকাশণাটির নাম দিয়েছি রূপান্তর। প্রকাশনাটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণলয়ের অধীন দু'টি বিভাগ- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের কার্যক্রম। সেই সঙ্গে রয়েছে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কিছু তথ্য। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে এ দু'টি বিভাগের কার্যক্রম নিয়ে এবারই প্রথম বর্ষপত্র প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় একই প্রচ্ছদ এবং বিষয়বস্তুতে দু'টি বই প্রকাশিত করা হলো। এ কাজ অত্যন্ত শ্রমসাধ্য । প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত সকলকে ধণ্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

শ্যাম সুন্দর সিকদার

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অভিযাত্রাকে মসৃণ করায় বেশ কয়েকটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ নেয়। এমনি একটি উদ্যোগ হলো পৃথক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা। ২০১১ সালের ৪ ডিসেম্বর পৃথক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কাজে সমন্বয়ের উদ্যোগ নেয়া হয়। কারণ এ দুটি মন্ত্রণলয় একটি অপরটির সঙ্গে সম্পর্কিত। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অনেক কাজই এ দুটি মন্ত্রণালয়ের যৌথ সিদ্ধন্তের উপর নির্ভরশীল। সে কারনে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে দুটি বিভাগ করা হয়। একটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং অপরটি ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন সংযুক্ত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটি (সিসিএ) এবং বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ। আর ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশণ (বিটিআরসি), বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল), বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানী লিমিটেড (বিএসসিসিএল)। বার্ষিক প্রতিবেদনে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন দু'টি বিভাগের ২০১৪-১৫ অর্থবছরের কার্যক্রম বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এর পাশাপাশি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কার্যক্রম তুলে ধরা হলো।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বাজেট ও ব্যয় বিবরণী

অর্থ বছর	রাজস্ব বাজেট (কোটি টাকায়)	উন্নয়ন বাজেট (কোটি টাকায়)	মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
২০১৪-১৫	১৩০.২৪১৪	৮০৩.৬৮০০	৯৩৩.৯২১৪

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ প্রণীত আইন ও নীতিমালা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা' ২০১৪

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিযাত্রাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সরকার একটি তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি নীতিমালা প্রণয়ন অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকার একটি উন্নয়ন ও জনকল্যাণমুখী আইসিটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়। তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তিকে জাতীয় উন্নয়ন নীতির মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সরকার তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) নীতি-২০০৯ প্রণয়ন করে। আইসিটি নীতিমালা-২০০৯ এর বৈশিষ্ট্য হলো এতে সুনির্দিষ্টভাবে অগ্রাধিকারভিত্তিক করণীয় এবং অধিকতর অগ্রাধিকারভিত্তিক করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দফতর কী কী বিষয় নিয়ে কাজ করবে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে অগ্রাধিকারভিত্তিক করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে ১০৩টি এবং অধিকতর অগ্রাধিকারভিত্তিক করণীয় বিষয় ৩৮টি। এরই ধারবাহিকতায় সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালাকে যুগোপযোগী করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা' ২০০৯ এর সংশোধন, সংযোজন ও পুনর্বিন্যাস করে 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা' ২০১৪' এর খসড়া প্রস্তুত করে। নিয়ম অনুযায়ী চূড়ান্তকৃত "জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা' ২০১৪" এর খসড়া অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

তথ্য নিরাপত্তা পলিসি গাইডলাইন' ২০১৪

তথ্য একটি সংস্থার সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ। সাম্প্রতিককালে তথ্য সুরক্ষা বিষয়ক কার্যপ্রণালীর অভাব, দুর্বল ও অব্যবস্থাপনাজনিত নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, স্বল্পদক্ষ কর্মচারী কর্তৃক ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হওয়া এবং বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতার অভাবসহ নানা কারণে ওয়েবডিফেইসমেন্ট, তথ্য বিপর্যয়, তথ্য চুরি, ডিস্ট্রিবিউটেড ডিনাইয়াল অব সার্ভিস ইত্যাদির মাধ্যমে সাইবার আক্রমণের শিকার হয়েছে। এসব আক্রমণের বিরুদ্ধে ডিজিটালকৃত সরকারি তথ্য সম্পদ সুরক্ষার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত প্রতিরোধক, নিরোধক, অনুসন্ধাণী ও প্রশাসনিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেই। সে কারণে ডিজিটালকৃত সরকারি তথ্য সম্পদে অননুমোদিত অনুপ্রবেশ রোধ করতে সঠিক নিরাপত্তা পলিসি ও বাস্তবায়ন কৌশল অপরিহার্য। এ পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "তথ্য নিরাপত্তা পলিসি গাইডলাইন" প্রনয়ণ করে। এর বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন অনুমোদন করা হয়েছে এবং গত ৬ এপ্রিল,২০১৪ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তি গবেষণা ফেলোশীপ ও বৃত্তি প্রদান এবং উদ্ভাবনীমূলক কাজের সংশোধিত নীতিমালার গেজেট প্রকাশ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গবেসণা ও উদ্ভাবনীতে উৎসাহিত করার জন্য ফেলোশীপ ও বৃত্তি চালু করার উদ্যোগ নেয়। একই সঙ্গে উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্য অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। এরই ধারাবাহিকতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গবেষণার জন্য ফেলোশীপ ও বৃত্তি প্রদান এবং উদ্ভাবনী কাজের জন্য অনুদান সম্পর্কিত (সংশোধিত) নীতিমালা' ২০১৩ প্রণয়ন করে। গত ১৫ জুন ২০১৪ এ সম্পর্কিত গেজেট প্রকাশিত হয়। ২০১৫ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গবেষণার জন্য ফেলোশীপ ও বৃত্তি প্রদান এবং উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্য অনুদান প্রদান করা হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ

- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)
- বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
- কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটি (সিসিএ)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন সংযুক্ত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)

তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষমতা তৈরি, তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা দিতে মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার আগে ১৯৯০ সালে জাতীয় কম্পিউটার বোর্ডের রুপান্তর ঘটিয়ে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। যা সে সময়ে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অধীনে পরিচালিত হতো। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) বিসিসি তৎকালিন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হতো। ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় নামে পৃথক একটি মন্ত্রণালয়। সেই থেকে বিসিসি নবসৃষ্ট তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ও পরবর্তীতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে পরিচালিত হয়।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে বিসিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০০৯ সাল থেকে বিসিসি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারের গৃহীত কর্মসূচিগুলোর বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য দেশব্যাপী বেশ কিছু অবকাঠামো স্থাপন করে। এর মধ্যে রয়েছে তিন হাজার ৩শ ৭২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা) কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন; বিভাগীয় কমিশনার ও ৬৪ টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ল্যান স্থাপন; এক হাজার ১৩টি বিদ্যুৎ বিহীন ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে (পরিবর্তিত নাম ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার) সোলার প্যালেন স্থাপন করা হয়। ২০১৩ সাল থেকে ভার্চুয়াল ডেস্কটপ কম্পিউটিং নেটওয়ার্ক ল্যাব স্থাপন পাইলট কর্মসূচির আওতায় মোট ৩শ' ৭২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের কাজ চলমান আছে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে কম্পিউটার ল্যাবের সংখ্যা হবে তিন হাজার ৫শ' ৪৪ টি। স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাব সমূহ ব্যবহার করে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আশেপাশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও জনসাধারণ ব্যবহারিক আইসিটি শিক্ষায় শিক্ষিত হবার সুযোগ পাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যয়ে কম্পিউটার এর ব্যবহার সম্প্রসারণে বিসিসি কর্তৃক দেশের ২১টি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে সাইবার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কর্মসূচীর অন্যতম জাতীয় আইসিটি ইন্টার্ণশীপ। এ প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে কম্পিউটার জনবলের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন। ইন্টার্ণশীপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১৩ টি ব্যাচের মাধ্যমে মোট ৩১৭২ জনের ইন্টার্ণির সুযোগ সৃস্টি হয়। ইন্টার্ণিশীপ প্রোগ্রামে প্রতি ইন্টার্ণ এর জন্য প্রতিমাসে ৮০০০ টাকা হারে প্রদান করা হয় তন্মধ্যে ইন্টার্ণশীপ প্রোগ্রামে একজন ইন্টার্ণির প্রাপ্য ভাতার ৬০% সরকার প্রদান করে এবং অবশিষ্ট ৪০% সার্ভিস গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান প্রদান করে। এছাড়াও লিভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড গভর্নেন্স প্রকল্পে গড়ে তোলা হচ্ছে ৩৪ হাজার দক্ষ মানব সম্পদ।

বিসিসির ২০১৪-১৫ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই তথ্য প্রযুক্তিতে দেশকে অগ্রগামী করে তুলতে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে যে সব উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে তা অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে সংখ্যায় বেশি। শুধু তাই নয়, এ সব উদ্যোগ এমনভাবে সারাদেশ জুড়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছে যাতে তথ্য প্রযুক্তিকে সর্বস্তরের জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া যায়। বিসিসি'র কাজগুলো ৭টি ক্ষেত্রে বিস্তৃত। যেমন: ১. আইন, নীতিমালা ও বিধি প্রণয়ন; ২. সরকারি পর্যায়ে আইসিটি সক্ষমতা উন্নয়ন; ৩. আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন; ৪. প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন; ৪.আইসিটি শিল্প উন্নয়ন; ৫. আইসিটি বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম; ও ৬. আইসিটি বিষয়ক সচেতনতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ।

অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে বিসিসি শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

- অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে বিসিসি শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের মেয়াদ ২০১৫ সালে শেষ হয়।
- প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৭ কোটি ৫১ লাখ টাকা।
- প্রকল্পটির আওতায় বিসিসি ভবনের ৫ম তলা থেকে ১১ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ শেষ হয়েছে।
- সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ১২ তলা থেকে ১৫ তলা পর্যন্ত ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

বিকেআইআইসিটি

বিসিসি'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিসিসি ভবনের নীচ তলায় ২০০৪ সনে বাংলাদেশ কোরিয়া ইনস্টিটিউট অফ আইসিটি (বিকেআইআইসিটি) স্থাপন করা হয়। বিসিসি আয়োজিত সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বিকেআইআইসিটি-তে রয়েছে। কোরিয়া সরকারের আর্থিক ও কারিগিরি সহায়তায় এ ইনস্টিটিউটের যাবতীয় অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে ৬টি সুসজ্জিত ল্যাব, কর্মকর্তাদের জন্য কিউবিক্যাল ও রুম, সার্ভার রুম এবং অন্যান্য সুবিধাদি। এর প্রত্যেকটি ল্যাবের আসনসংখ্যা ২০ এবং তা অত্যাধুনিক কম্পিউটার দ্বারা সুসজ্জিত। প্রতিটি ল্যাব নেটওয়াকের আওতাধীন এবং ইন্টারনেট সুবিধা সম্বলিত। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিসিসি'র ঢাকা, সিলেট, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম

ও ফরিদপুর কেন্দ্রে এ পর্যন্ত স্বল্প মেয়াদী/বিশিষায়িত ও দীর্ঘ মেয়াদী কোর্সে বিকেআইসিটি মোট ৩৪,৭০৬ জনকে আইটিতে প্রশিক্ষণ দেয়। এর মধ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ২,৮৯৭ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

মানব সম্পদ উন্নয়নে বিসিসি'র আঞ্চলিক কেন্দ্র

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সুবিধা দেশব্যাপী সম্প্রসারণকল্পে ৬টি বিভাগীয় সদরে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর ৬টি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। সর্বপ্রথম ২০০০ সনে রাজশাহী কেন্দ্র স্থাপিত হয়। অতঃপর ২০০২ সনে বরিশাল ও খুলনায়, ২০০৩ সনে চট্টগ্রাম ও সিলেটে এবং ২০০৪ সনে ঢাকা বিভাগের জন্য ফরিদপুরে এরূপ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। প্রতিটি কেন্দ্রে বর্তমানে দু'টি করে কম্পিউটার ল্যাব রয়েছে এবং এ সকল ল্যাবগুলোকে ভিত্তি করে স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ এবং ৬ মাস মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করা হচ্ছে।

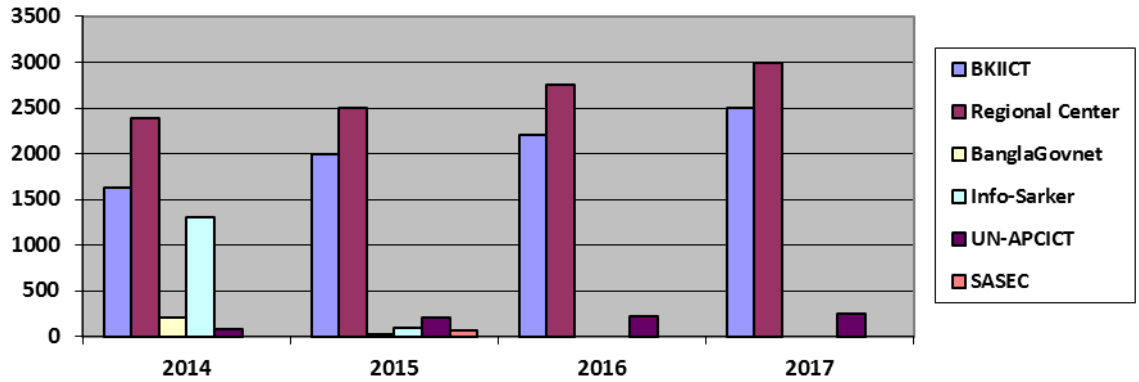

এ পর্যন্ত সরকারি কাষ্টমাইজড কোর্সে ১৪৪০ জন, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণে ৭৯৭৮ জন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ২৯৭ জন, মাস্টার ট্রেইনার ৭৮৯০ জন শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ১১২১৮৯ জন, ইউআইএসসি উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণে ৫৬৭০ জন, ডিপ্লোমা ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে ৪১৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আইসিটি গ্রাজুয়েট ও পেশাজীবীদের জন্য ইন্টার্ণশীপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এ যাবৎ ১৩ টি ব্যাচে, মোট ২৮৯৮ জন আইসিটি প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্ণশিপ সম্পন্ন করেছে। এছাড়াও বিসিসি'র আইসিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি'র মাধ্যমে ৩৮৩৭ জনকে (সরকারি/আধা সরকারি/ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং স্কুল/কলেজ শিক্ষক) বেসিক আইসিটি এবং ৩১৬ জনকে মাস্টার ট্রেনার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

টায়ার-৩ ও টায়ার ৪ ডাটা সেন্টার

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও চাহিদার কথা বিবেচনায় নিয়ে সরকার বিসিসিতে অবস্থিত টায়ার-৩ ডাটা সেন্টারের সম্প্রসারণ ও কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক সংলগ্ন স্থানে একটি নতুন টায়ার-৪ ডাটা সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন বিসিসি এ দু'টি ডাটা সেন্টারের বাস্তবায়নকারি সংস্থা। অবকাঠামো উন্নয়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল জাতীয় ডাটা সেন্টার (Tier-3) স্থাপন করে। জাতীয় তথ্য সম্ভারকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক করার জন্য ঢাকা'র আগারগাঁও এলাকায় অবস্থিত বিসিসি'র সদর দপ্তরে এ ডাটা সেন্টারটি স্থাপিন করা হয়। বিগত মার্চ ২০১১ হতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ওয়েব হোস্টিং, মেইল সার্ভিস ও অন্যান্য ই-সেবা হোস্টিং এর সুবিধা প্রদান করছে। ইতোমধ্যে সরকারী ওয়েব সাইট, মেইল হোস্টিং সার্ভিস, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয়পত্র ও ভোটার তালিকার তথ্য ভান্ডার ই-সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম এই ডাটা সেন্টার হতে পরিচালিত হচ্ছে।

কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক সংলগ্ন স্থানে একটি টায়ার-৪ ডাটা সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিসি ও চীনের জেডটিই কনসোর্টিয়ামের মধ্যে স্বাক্ষরিত অনুষ্ঠান

এ সেন্টারটি ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক ডাটা সেন্টার সার্টিফিকেট প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ইপিআই কর্তৃক তিন স্তর বিশিষ্ট ডাটা সেন্টারের মর্যাদা লাভ করেছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ ডাটা সেন্টারটির সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং ওয়েবহোস্টিং ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে ওয়েবহোস্টিং ক্ষমতা ৭৫০ টেরাবাইটে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাভাষা

- কম্পিউটারে বাংলা ভাষার ব্যবহার সম্প্রসারণের প্রয়োজনে বাংলা বর্ণ ও চিহ্নসমূহের প্রমিত মান নির্ধারণে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল উদ্যোগ গ্রহণ করে। ইতোমধ্যে বাংলা বর্ণমালার জন্য বিদ্যমান কোড সেট এর বাংলাদেশ মান (BDS 1520: 2000)-কে হালনাগাদ করে নতুন মান BDS 1520:2011 ঘোষণা করা হয়।
- মোবাইল ফোনে বাংলা ব্যবহারের জন্য মোবাইল বাংলা কি-প্যাডের বাংলাদেশ মান BDS 1834:2011 উন্নয়ন করা হয়।
- এ মান দুটি বাংলা ভাষা ভিত্তিক সফটওয়্যার উন্নয়ন, মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন উন্নয়ন, বাংলায় SMS - সহ তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার সম্প্রসারণে সহায়ক হবে।
- কম্পিউটার জগতে বাংলাভাষার ব্যবহার সম্প্রসারণের জন্য নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে| এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে বাংলা বর্ণমালা ও চিহ্নের Sorting order নির্ধারণ, বাংলা Font Converter উন্নয়ন, Text to Specch and Speech to Text Conversion Tools, বাংলা করপাস, বাংলা বানান পরীক্ষা এবং এ জাতীয় অন্যান্য টুলস।

ডেভলপমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর
বাংলাদেশ গভর্ণমেন্ট (BanglaGovNet) প্রকল্প

ডেভলপমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্ণমেন্ট (BanglaGovNet) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অন্যতম গ্ররুত্বপূর্ণ প্রকল্প। প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির মধ্যে রয়েছে:

- প্রকল্পের মেয়াদ ২০১০ সালের এপ্রিল থেকে ২০১৫ জুন। মেয়াদ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে।
- গভনেট প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩০৭ কোটি ৪১ লাখ।
- প্রকল্পটির মাধ্যমে সকল সরকারি অফিসসমূহকে একই নেটওয়ার্কেও আওতায় নিয়ে আসা হয়।
- ইতোমধ্যে ৫৮ টি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, ২২৯টি ঢাকাস্থ' মন্ত্রণালয়/বিভাগেরআওতাধীন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর ও পরিদপ্তরসমূহ, ৬৪ জেলা ও নূন্যতম ৬৪টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তরের মধ্যে নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জেলা আইসিটি কেন্দ্রে একজন করে সহকারি প্রোগ্রামার নিয়োগ করা হয়েছে। তারা নিজ নিজ জেলায় তথ্য ও সেবা প্রদাসে সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।
- বাংলাগভনেট প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ায় প্রশাসনে আইসিটি ব্যবহার ও প্রয়োগের মাধ্যমে দক্ষতা, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, সম্পদের অপচয় কমানো, পরিকল্পনা ত্বরান্বিত করা ও সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি হচ্ছে।

ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ

গভর্নমেন্ট ফেজ ২ (ইনফো-সরকার) প্রকল্প

- বাংলাগভনেট প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় উপজেলা পর্যায়ে সকল অফিস সমূহকে একই নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্তকরণের জন্য ২য় ইনফো-সরকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।
- প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১২৫৫ কোটি ৯২ লাখ। মেয়াদ ২০১৩ সালের জুলাই থেকে ২০১৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত।
- প্রকল্পটির আওতায় এ পর্যন্ত বিসিসি'তে অবস্থিত ডাটা সেন্টারটির সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- বিসিসি ভবন ও বাংলাদেশ সচিবালয়ে ওয়াই-ফাই স্থাপন করা হয়েছে।
- ১৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য ইকুইপমেন্ট সরবরাহ করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।
- সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ২৪,৯০৭টি ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়েছে। গভর্মেন্ট ক্লাউড প্লাটফর্ম নির্মাণ করা হয়েছে।
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ১৮,১৩০ কানেক্টিভিটি স্থাপন করা হবে। এরমধ্যে ১৩,০০০ অফিসের কানেক্টিভিটি স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে।
- যশোর সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের ভিতর কনটেইনার ডিজাস্টার রিকোভারি সেন্টার স্থাপন এবং ৮০০ ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ২৫ হাজার ট্যাব বিতরনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব আহমেদ ওয়াজেদ

ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অন আইটি ইঞ্জিনিয়ার্স এক্সামিনেশন (আইটিইই) ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প

তথ্যপ্রযুক্তি জনবলকে দক্ষ ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সির (জাইকা) আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় ২০১২ সাল থেকে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অন আইটি ইঞ্জিনিয়ার্স এক্সামিনেশন (আইটিইই) ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বেশ কিছু অগ্রগতি সাধিত হয়েছে যা নিম্নরুপ:

- প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৩১ কোটি ৯০ লাখ। মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১২ থেকে ডিসেম্বর ২০১৫।
- প্রকল্পটির আওতায় এ পর্যন্ত ১৫৭৯ জন পরীক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ৪৩ জনকে মাস্টার ট্রেইনার হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে।
- দেশের ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনারের আয়েজন করা হয়েছে।
- দেশে প্রথমবারের মতো জাপান সরকারের সহায়তায় তথ্যপ্রযুক্তি পেশাজীবীদের দক্ষতা পরিমাপক ইনফরমেশন টেকনোলজি ইঞ্জিনিয়ার্স এক্সামিনেশন (আইটিইই) পদ্ধতি চালু করা হয়।
- তথ্যপ্রযুক্তি পেশাজীবী ও গ্রাজুয়েটদের জ্ঞান ও দক্ষতা পরিমাপের জন্য প্রতি বছর এপ্রিল ও অক্টোবর দুইবার আইটিইই অনুষ্ঠিত হয়।
- আইটিইই পরীক্ষার সনদ এশিয়ার ১২টি দেশ জাপান, ভারত, চীন, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, কোরিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, মঙ্গোলিয়া ও মালয়েশিয়ায় পারস্পারিকভাবে স্বকৃত।
- এ সাফল্যের ধারবাহিকতায় জাপানের ইনফরমেশন টেকনোলজি প্রোমোশন এজেন্সি (আইপিএ) বাংলাদেশের আইটি প্রকৌশলীদের পরীক্ষার মূল্যায়ন করে। ২০১৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশকে ইনফরমেশন টেকনোলজি এক্সামিনেশন কাউন্সিলের (আইটিপেক) সদস্য করা হয়।
- আইটি ইঞ্জিনিয়ার্স পরীক্ষার মাধ্যমে আইটিপেক সদস্যপদ লাভ করা হয়। জাপানের অর্থনীতি, ব্যবসা এবং শিল্প মন্ত্রণালয় সর্বপ্রথম ১৯৬৯ সালে এই পরীক্ষা প্রবর্তন করে। পরীক্ষাটি জাপানের তথ্যপ্রযুক্তি পেশাজীবী ও গ্রাজুয়েটদের জ্ঞান ও দক্ষতা পরিমাপ করে তাদেরকে স্বীকৃতি প্রদান ও আইটি শিল্পের প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রবর্তন করা হয় বর্তমানে প্রতিবছর জাপানে ৫-৬ লক্ষ তথ্যপ্রযুক্তি পেশাজীবী ও গ্রাজুয়েট এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

এলআইসিটি প্রকল্প

দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলা, ই-গভর্মেন্টের ভিত্তি ও সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করায় সরকারি কর্মকর্তাদের সক্ষমতা তৈরি এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) ডাটা সেন্টারের সম্প্রসারণসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ সহায়ক আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে যাত্রা শুরু করে লিভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড গভর্নেন্স (এলআইসিটি) প্রকল্প। পাঁচ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের বিভিন্ন অনুষঙ্গের বাস্তবায়ন দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে চলছে। আর এ এগিয়ে যাবার পথে বিগত এক বছরে কিছু দৃশ্যমান অগ্রগতি রয়েছে যা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। এলআইসিটি প্রকল্পের অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গটি হচ্ছে বিশ্বমানের প্রশিক্ষণে একুশ শতকের উপযোগী ৩৪ হাজার দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলা। এফটিএফএল প্রশিক্ষণ, টপ-আপ আইটি প্রশিক্ষণ এবং ফাউন্ডেশন স্কিলস এই তিন ধরণের উন্নত প্রশিক্ষণে ৩৪ হাজার দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলা হচ্ছে। দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও তরুণদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি সহায়ক এ প্রকল্পে বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তার পরিমান ৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সরকারের তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

মানব সম্পদ উন্নয়নে এলআইসিটি প্রকল্প

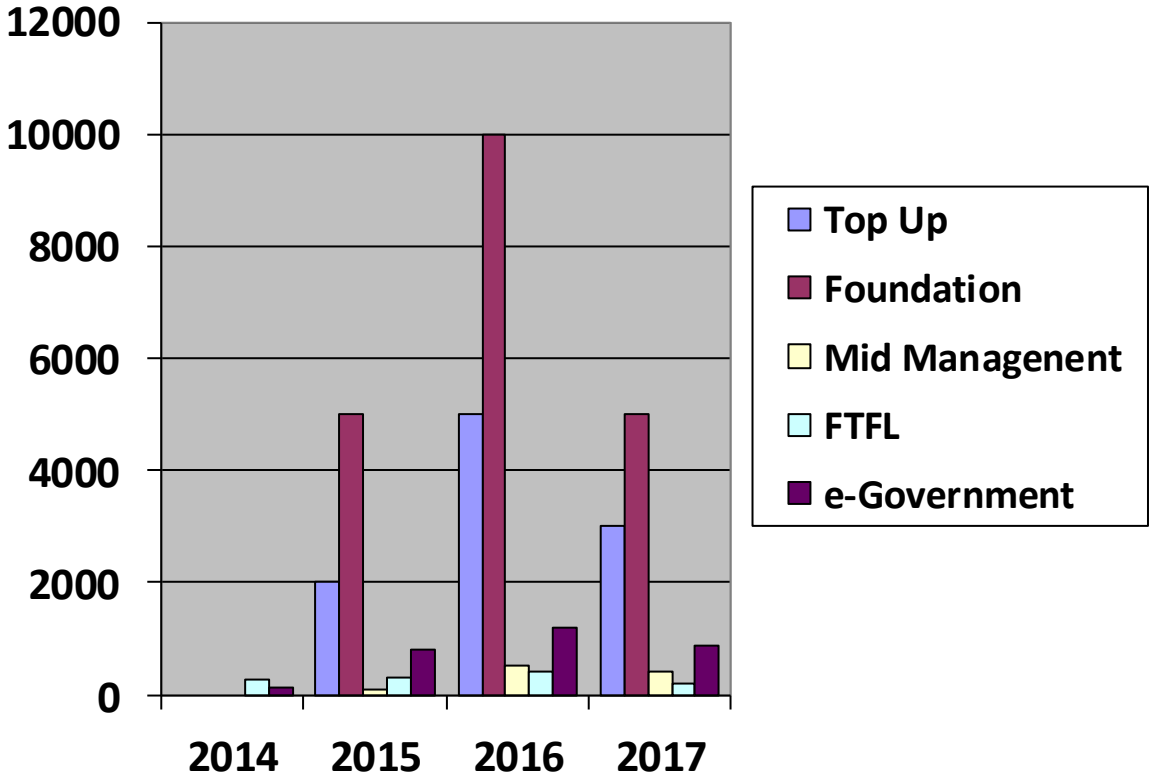

এফটিএফএল প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

- দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার অংশ হিসেবে প্রথমে দেশের চার হাজার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর তরুণ-তরুনীদের বিশ্বমানের প্রশিক্ষণে আইটি লিডার হিসেবে গড়ে তোলার জন্যই এফটিএফএল কর্মসূচি চালু করা হয়।
- এলআইসিটি প্রকল্পই প্রথম দেশে ব্যাপক সংখ্যক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অনলাইনে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা চালু করে। প্রথম ব্যাচে ৬ হাজার ৮শ ৪৮ জন অনলাইনে নিবন্ধন করে।
- ৭ মে ২০১৪ দেশের সাতটি বিভাগীয় শহরে বিসিসির কম্পিউটার ল্যাবে অনলাইনে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষায় অংশ নেয় পাঁচ হাজার। শেষ পর্যন্ত ১৪৮ জনকে নির্বাচিত করা হয়।
- সাধারনত: দুই ধরণের প্রোগ্রামে উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য তরুণ-তরুণীদের বাছাই করা হয়। এগুলো হচ্ছে : সফটওয়্যার ডেভলপমেন্ট এবং বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং (বিপিও)। বিজ্ঞান ও বাণিজ্যে স্নাতকোত্তরদের অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। তবে ইংরেজীতে দক্ষ আগ্রহী প্রার্থীদেরও এ দুধরনের প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত করা হচ্ছে।
- দ্বিতীয় ব্যাচে একইভাবে নির্বাচিত ১৯৯ জনের মধ্যে সর্বশেষ ১২০ জনকে জনকে চূড়ান্তভাবে বাছাই করা হয়। ২৮ অক্টোবর ২০১৪ থেকে এদের এক মাসের আবাসিক প্রশিক্ষণ বার্ডে শেষ হয়। শেষ হয় ২৭ নভেম্বর। তিন মাসের প্রশিক্ষণ চলছে ঢাকায়।
- তৃতীয় ব্যাচের জন্য ১৩২ জনকে নির্বাচিত করা হয়। কুমিল্লা বার্ডে তিন মাসের প্রশিক্ষণ চলছে।

এফটিএফএল প্রশিক্ষণ কর্মসূচির তৃতীয় ব্যাচের জন্য নির্বাচিত তরুণ-তরুণীরা ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এমপির সঙ্গে ছবি তোলেন

১০ হজার গ্রাজুয়েটকে দেয়া হচ্ছে টপ-আপ আইটি প্রশিক্ষণ

- দেশের ১০ হাজার আইটি এবং বিজ্ঞানে স্নাতক তরুণ-তরুণীকে টপ-আপ আইটি প্রশিক্ষণ দেয়ার লক্ষ্যে যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আর্নষ্ট অ্যান্ড ইয়ংকে নিয়োগ দেয়া হয়।
- আর্নষ্ট অ্যান্ড ইয়ং ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করেছে। কম্পিউটার সায়েন্স (সিএস), কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) এবং বিজ্ঞানে স্নাতক ১০ হাজার তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণের অংশ হিসাবে ইতোমধ্যে তারা ঢাকাসহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০০ জন শিক্ষার্থীকে টপ আপ প্রশিক্ষণ দিয়েছে।
- এর আগে ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশনের (ইউজিসি) সহযোগিতায় ৩৪টি সরকারি ও ২৬টি ২বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) ও ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগ এবং ১৫টি ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন অ্যান্ড টেকনোলজির (আইআইটি) এর শিক্ষকদের উপস্থিতিতে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় প্রায় ১৫০ জন শিক্ষক অংশ নেয়। আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের তৈরি করা ট্রেনিং কারিকুলাম ও ম্যানুয়াল অনুসরণ করে কীভাবে শিক্ষকরা প্রশিক্ষণ দেবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

২০ হাজার তরুণ-তরুণী পাচ্ছে ফাউন্ডেশন স্কীলস প্রশিক্ষণে অগ্রগতি

১. বিশ্ব বাজারের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং (বিপিও), করপোরেট কালচার, গ্রাফিক্স ডিজাইন,অ্যানিমেশন, ডেটা আন্তব্যাক্তিক যোগাযোগসহ বিভিন্ন ধরনের কাজে ২০ হাজার উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক তরুণ-তরুণীদের ফাউন্ডেশন স্কিলস প্রশিক্ষণের জন্য আর্নষ্ট অ্যান্ড ইয়ংকে নিয়োগ ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে।

২. তারা প্রশিক্ষণের জন্য উন্নত কারিকুলাম প্রণয়ন করে।

৩. প্রশিক্ষণের জন্য মাষ্টার ট্রেইনার গড়ে তোলা হয় এবং এরই মধ্যে ৭০০ জন তরুণ-তরুণীকে ফইন্ডেশন স্কীলস প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

আইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যম স্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

১. দেশের আইটি শিল্পকে এগিয়ে নেয়া এবং প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান সংহত করার জন্য বিভিন্ন আইটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা যারা ব্যবস্থাপনা, হিসাব ও প্রশাসনিক কাজের আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

২. প্রশিক্ষণের জন্য বিশ্বের খ্যাতি সম্পন্ন একটি প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৩. দেশের একটি খ্যাতনামা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনষ্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনকে (আইবিএ) যুক্ত করার বিষয়টি বিচেনা করা হচ্ছে।

আইটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও তরুণ-তরুণীদের আউটরিচ প্রোগ্রাম

- দেশের বিভিন্ন আইটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের (সিইও) বিদেশের আইটি প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমের সাথে পরিচয় ঘটানোর জন্য সিইও আউটরিচ প্রোগামের আয়োজন করবে এলআইসিটি প্রকল্প।
- এ লক্ষ্যে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ প্রদানের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
- এর মধ্য দিয়ে তথ্যপ্রযুক্তিতে খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যেমন সংযোগ স্থাপিত হবে তেমনি তাদের কাজের সাথে পরিচিত হয়ে নিজেদের আইটি প্রতিষ্ঠানকে বিকশিত করার সুযোগ তৈরি হবে। তথ্যপ্রযুক্তি পণ্য বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে।

আইটি/আইটিইএস ইন্ডাষ্ট্রি প্রমোশন

- আইটি/আইটিইএস ইন্ডাস্ট্রির বেসলাইন সার্ভে করার জন্য ই-জেন প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দেয়া হয়। ইতোমধ্যে তারা এ সার্ভে সম্পন্ন করেছে এবং জমা দিয়েছে।
- যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান থোলনস এবং আয়ন হেউইট আইটি/আইটিইএস স্ট্রাটেজি প্লানিং ব্রান্ড ষ্ট্যাটিস্টিক সংগ্রহের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়।
- বাংলাদেশের আইটি/আইটিইএস ইন্ডাস্ট্রি সার্ভিসকে বিশ্ববাজারে বিপনন এবং পরিচিত করানোর জন্য থোলনস এবং ফিলিপাইনের টীম এশিয়াকে নিয়োগ দেয়া হয়।
- ২০১৫ সালের ২৭ জুন এলআইসিটি প্রকল্প ও থোলনস এবং ফিলিপাইনের টীম এশিয়া যৌথভাবে বাংলাদেশ ব্রান্ডিং বিষয়ক এক সেমিনারের আয়োজন করে। বিদেশে রোড শো ও সেমিনার আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে।

ই-গভর্মেন্ট টেকনোলজি ফাউন্ডেশন

এলআইসিটি প্রকল্প সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে এক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে

- এলআইসিটি প্রকল্পের উদ্যোগে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনলাইন তথ্য ও সেবার সমন্বয় ও সুবিন্যস্তভাবে তৈরি করার উদ্যোগ নেয়া হয়। কার্যকর আন্ত:সংযোগ ও সরকারি সংস্থাসমূহের তথ্য ব্যবস্থার সুষ্ঠু সমন্বয়ের অভাবে একই তথ্য-উপাত্ত বিভিন্ন সংস্থায় ভিন্ন ভিন্ন (প্রকরণ) ফরম্যাটে ধারণ করা হয়েছে। একই তথ্য-উপাত্ত বিভিন্ন ব্যবস্থায় অপ্রমিতকরণ কিংবা পদ্ধতির ভিন্নতার কারণে আন্ত:পরিবাহী বা বিনিময়যোগ্য (ইন্টারঅপারেবিলিটি) হয় না। এজন্য সরকারি তথ্য-উপাত্ত ও অটেমেশন পদ্ধতির জন্য আন্ত:সংযোগ, আন্ত:পরিবাহী বা বিনিময়যোগ্য করার উদ্যোগ নেয়া হয়।
- ই-গভর্মেন্ট টেকনোলজি ফাউন্ডেশনের অংশ হিসাবে অনলাইনভিত্তিক তথ্য ও ডাটার ইন্টারঅপারেবিলিটি নিশ্চিত করার জন্য একটি ন্যাশনাল এন্টাপ্রাইজ আর্কিটেকচার (এনইএ) গড়ে তোলার জন্য আর্নষ্ট অ্যান্ড ইয়ং কাজ করছে।
- মোট দুই হাজার পাচশ' জন সরকারি কর্মকর্তাকে ই-গভর্মেন্ট কার্যক্রম বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুর, দিল্লির ইএসআই ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং বিসিসিতে ৮৫ জনকে সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।
- বিসিসিতে অবস্থিত ডেটা সেন্টারের সম্প্রসারণ করা হয়েছে। যশোর সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে একটি ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর বিল্ডিং ডিজাস্টার রিকোভারি সাইট (ডিআরএস) সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম ও ডেভেলপমেন্ট অব ইনফরমেশন সিকিউরিটি পলিসিস, স্টান্ডার্ডস এবং ন্যাশনাল কম্পিউটার ইনসিডেন্ট রেসপন্স টীম (সিআইআরটি) বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলেছে।
- সরকারি তথ্য ও সেবা নিরাপদ ও সুরক্ষা করার লক্ষ্যে নরওয়েভিত্তিক সাইবার নিরাপত্তা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এনআরডিসিএস-কে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

বিদ্যুৎহীন এলাকায় বিসিসি'র এক হাজার ১৩টি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

২০১০ সালের ১১ নভেম্বরে দেশের ৪৫০১টি ইউনিয়নে আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ তথ্যসেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে এর নামকরণ করা হয় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার এবং বর্তমানে এর সংখ্যা ৪৫৪৭টিতে উন্নীত করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভোলার বিচ্ছিন্ন দ্বীপ চর-কুকরি মুকরিতে অবস্থানরত নিউজিল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও ইউএনডিপির প্রশাসক হেলেন ক্লার্কের সাথে ভিডিও কল করে এর উদ্বোধন করেন। এসব ইউআইএসি'র মধ্যে বিদ্যুৎবিহীন ১০১৩টি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন করে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল।

এমপাওয়ারিং রুরাল কমিউনিটিস-রিচিং দ্যা আনরিচড:
ইউনিয়ন ইনফরমেশন এন্ড সার্ভিস সেন্টার (ইউআইএসসি) প্রকল্প

দুর্গম এলাকায় ২শ' আধুনিক ইউডিসি

এমপাওয়ারিং রুরাল কমিউনিটিস-রিচিং দ্যা আনরিচড: ইউনিয়ন ইনফরমেশন এন্ড সার্ভিস সেন্টার (ইউআইএসসি) প্রকল্পের আওতায় দেশের দুর্গম এলাকায় ২শ' ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) স্থাপন করা হয়। এ প্রকল্পে অর্থায়ন করে সার্ক ডেভলপমেন্ট ফান্ড (এসডিএফ)।প্রকল্পটি বাংলাদেশ ছাড়াও একযোগে অনুরূপ ধরনের প্রকল্প হিসেবে ভূটান, মালদ্বীপ এবং নেপালে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

দূর্গম এলাকার একটি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার

প্রকল্পের অগ্রগতি

- দেশের দূর্গম এলাকার দুইশ' বিদ্যুৎ বিহীন ইউনিয়নে আধুনিক ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র (ইউআইএসসি) স্থাপনের লক্ষ্যে সার্ক ডেভলপমেন্ট ফান্ডের (এসডিএফ) অর্থায়নে ২০১১ সালের নভেম্বরে এমপাওয়ারিং রুরাল কমিউনিটিস-রিচিং দ্যা আনরিচড: ইউনিয়ন ইনফরমেশন এ্যান্ড সার্ভিস সেন্টার শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।
- ৯ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ের এ প্রকল্প ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করা হয়।
- দূর্গম এলাকার এসব ইউআইএসসিতে অনলাইনে প্রায় ৫০ ধরনের বিভিন্ন ধরনের সরকারি ফরম, জন্ম নিবন্ধন সনদ, পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল অনেক সেবা ও কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।
- প্রতিটি ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র প্রতি মাসে গড়ে দশ হাজার টাকার উর্ধে আয় করছে। আয়ের একটি বড় অংশ আসে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ থেকে। গ্রামের শিক্ষিত বেকার যুবক এবং যুব মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে দূর্গম এলাকার এইসব ইউআইএসসিগুলো।
- প্রতিটি কেন্দ্রে ২টি ল্যাপটপ, ১টি প্রিন্টার, ১টি স্ক্যানার, ১ সেট ফার্নিচার, ২ বছরের ব্যান্ডউইথ চার্জসহ ২টি ওয়্যারলেস মডেম, ১টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টের এবং বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন ৫৮টি ১ সেট করে সোলার প্যানেল। প্রতিটি ইউনিয়নে ২জন করে উদ্যোক্তা থাকায় মোট চারশ' উদ্যোক্তার সরাসরি কর্মসংস্থান হয়।
- নির্ধারিত বাজেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ যথাসময়ে প্রকল্পটি ১০০% কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে এ প্রকল্পটি একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

২০১০ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক অথরিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর অনেক আগে সরকার হাইটেক পার্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে আইসিটি খাতের অবদান নিশ্চিত করা, শিল্প খাত এবং নতুন ব্যবসার জন্য বিশ্বমানের পরিবেশ গড়ে তোলা, স্থানীয় শিল্পের বিকাশে দেশীয় প্রযুক্তিগত সক্ষমতার উন্নয়ন সাধন, শিল্পে প্রযুক্তি পণ্যসমূহ রপ্তানি দ্বারা বৈদেশিক বাজারে প্রবেশ অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ১৯৯৯ সালে তৎকালিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে বিনিয়োগ বোর্ডের ১২তম বোর্ড সভায় রাজধানী ঢাকার অদূরে গাজীপুরের কালিয়াকৈরে হাইটেক

পার্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ২০০৯ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরু হলে সরকার শুধু ঢাকা নয় বিভাগীয় ও জেলা শহরে হাইটেক ও সফটওয়্যার পার্ক এবং আইটি ভিলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

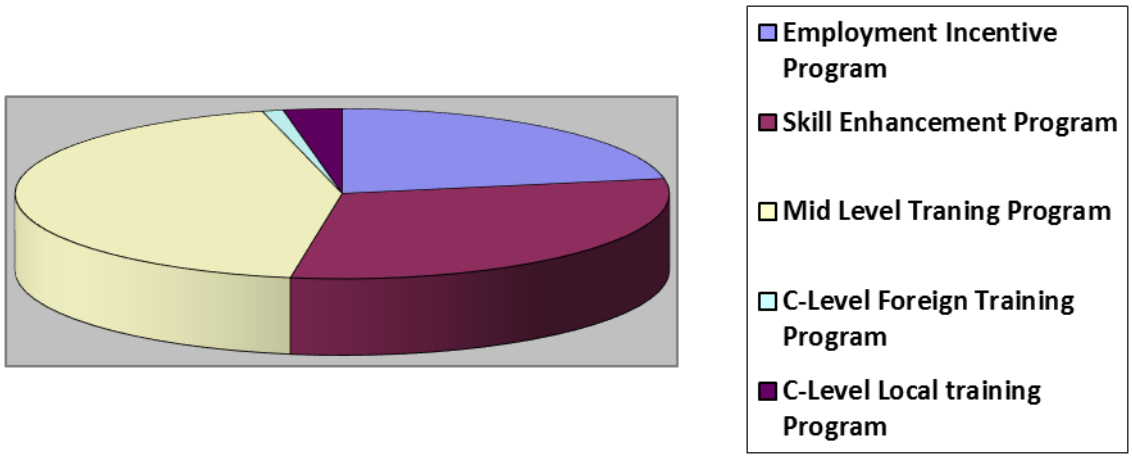

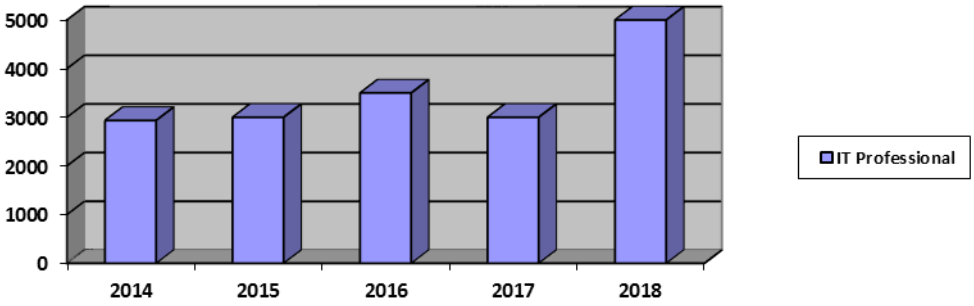

কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক

কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক দেশের প্রথম রাষ্ট্রায়াত্ত হাই-টেক শিল্প পার্ক যা গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় ২৩২ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। উক্ত পার্কের উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ২৩২ একর জমিকে ৫টি ব্লকে ভাগ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্কের অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ২ এবং ৫ নং ব্লকের জন্য হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ও সামিট টেকনোপলিস লি: এর সাথে গত ২৮মে ২০১৫ এবং ৩নং ব্লকের অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ডেভেলপার হিসাবে ফাইবার এটহোমের কনসোর্টিয়াম বাংলাদেশ টেকনোসিটি লিমিটেড এর সাথে গত ১১আগস্ট ২০১৫ কনসেশন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়াও অন্যান্য ব্লকর উন্নয়নের জন্য ডেভেলপার নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। পার্কটি প্রতিষ্ঠিত হলে ৭০ হাজার লোকের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হবে।

সাপোর্ট টু ডেভেলপমেন্ট অব কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক প্রকল্প

প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩৬ কোটি ৯৯ লাখ। মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৩ থেকে জুন ২০১৬। প্রকল্পের আওতায় কালিযাকৈর অভ্যন্তরীন রাস্তা (প্রায় ২,২২৫ মিটার) নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পার্কের আশেপাশের মানুষের জন্য প্রায় ২,৬৯৬ মিটার দীর্ঘ বিকল্প রাস্তা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। যশোর সফটওয়্যার পার্কে মাল্টি টেনেন্ট ভবন নির্মাণ কাজ চলমান এবং কালিয়াকৈর পার্কের পার্শ্ববর্তী গ্রামের জন্য প্রায় ১,১৫০ মিটার দীর্ঘ বিকল্প রাস্তা-২ এর ৬০% নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। স্কীল এনহান্সমেন্ট প্রোগামের আওতায় ৩,২৪৪ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ৩৩টি প্রতিষ্ঠানের (২৪টি আইএসও ৯০০১, ৩টি আইএসও ২৭০০১ ও ৬টি সিএমএমআই লেভেল-৩) সার্টিফিকেশন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। আইটিইএস সেক্টরে কর্মরত মধ্যম পর্যায়ের ১,০৫২ জন ম্যানেজার ও প্রফেশনালকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ১০০৭টি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, দেশের আইটি ফার্মে ৭০ জন সিউও/সিওও কে ১২ দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং জাভা প্রোগ্রামিং এর উপর ৯৮ জস প্রমিক্ষণার্থীর ভারতের মহিশুওে অবস্থিত ইনফোসিস লি: ক্যাম্পাসে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এমপি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সফটওয়্যার টেস্টিং অ্যান্ড কোয়ালিটি অ্যসুরেন্স ল্যাব উদ্বোধন উপলক্ষে বক্তব্য রাখছেন

যশোর সফট্‌ওয়্যার টেকনোলজি পার্ক

যশোর সফট্‌ওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ৯.১৮ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪০ কোটি ৭৪ লাখ টাকা। বাস্তবায়ন কাল ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০১৬ সালের জুন পর্যন্ত।এখানে ডাটা রিকভারি সেন্টারসহ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড কার্যক্রম পরিচালিত হবে। যশোর সফট্‌ওয়্যার টেকনোলজি পার্কের অবকাঠামো উন্নয়ন বিশেষ করে মাল্টি টেনেন্ট ভবন, সাব-স্টেশন বিল্ডিং, অ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ, ৩৩ কেভিএ সাব স্টেশন নির্মাণ, ৩৩ কেভিএ লাইন,ফাইবার অপটিক লাইন, ডরমেটরি বিল্ডিং, ক্যান্টিন ও এমপিথিয়েটার কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। যশোর সফট্‌ওয়্যার টেকনোলজি পার্কটি প্রতিষ্ঠিত হলে ২০,০০০ লোকের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হবে।

বিভাগীয় পর্যায়ে আইটি ভিলেজ/হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন

দেশের এলাকা ভিত্তিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে একটি করে আইটি ভিলেজ /হাই-টেক পার্ক স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে রাজশাহীতে বরেন্দ্র সিলিকন সিটি স্থাপনের জন্য ৩৪.৫৬ একর, সিলেটে সিলেট ইলেক্ট্রনিক সিটি স্থাপনের জন্য ১৬২.৮৩ একর এবং ঢাকার মহাখালীতে ''মহাখালী আইটি ভিলেজ'' স্থাপনের জন্য ৪৭ একর জমির সীমানা চুড়ান্তকরণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার জন্য "বিভাগীয় পর্যায়ে আইটি ভিলেজ স্থাপনের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা'' শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় রাজশাহী, সিলেট, যশোর, মহাখালী ও বরিশালের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়েছে। চট্রগ্রাম ও রংপুরে সমীক্ষার কার্যক্রম চলমান।

বেসরকারি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ঘোষণা

বেসরকারি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ঘোষণা গাইডলাইনের আওতায় ইতোমধ্যে Accenture Communications Infrastructure Solution Ltd. Ges Augmedix BD Ltd. কে বেসরকারী সফটওয়্যার টেনোলজি পার্ক হিসাবে ঘোষনা করা হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ণ

- সাপোর্ট টু ডেভেলপমেন্ট অব কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক প্রকল্পের আওতায় আইটি ও আইটিইএস সেক্টরে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টিতে Mid Level Training Program, Skill Enhancement Training Program প্রশিক্ষণ কাযক্রম গ্রহণ করা হয়। এসব প্রশিক্ষণের আওতায় ২৮৫২ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এবং Employment Incentive Program এর আওতায় ১২২৩ জনকে চাকরি প্রদান করা হয়েছে।

- দেশের ১০০ জন আইটি গ্রেজুয়েটকে ভারতের মহীশুরে অবস্থিত Infosys Technologies, Mysore, India ক্যাম্পাস থেকে আইটি বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ এর আলোকে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এরই ধারবাহিকতায় সরকার ২০১১ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নামে একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করে। এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৩১ জুলাই ২০১৩ সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর গঠন করে। এ অধিদপ্তর গঠনের লক্ষ্য জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বব্যাপী প্রয়োগ ও ব্যবহারে কারিগরি সহায়তা নিশ্চিত করা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবিধা সমূহ প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছানো, অবকাঠামো নিরাপত্তা বিধান, রক্ষণাবেক্ষণ, বাস্তবায়ন, সম্প্রসারণ, মান নিয়ন্ত্রণ ও কম্পিউটার পেশাজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ই-সার্ভিস প্রদান নিশ্চিত করা।

বিজয় দিবস ২০১৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর অয়োজিত 'সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এমপি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের কার্যাবলী

- সরকারের সকল পর্যায়ে আইসিটির ব্যবহার ও প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ ও সমন্বয় সাধন
- মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সকল দপ্তরে আইসিটির উপযুক্ত অবকাঠামো সৃষ্টিতে সহায়তা প্রণয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সাপোর্ট প্রদান

- সকল পর্যায়ের সরকারী দপ্তরে পেশাগত দক্ষতা সম্মপন্ন লোকবল নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন এবং বদলীকরণ
- সকল পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির কারিগরী ও বিশেষায়িত জ্ঞান হস্তান্তর
- সরকারী প্রতিষ্ঠান ও জনবলের সমতা উন্নয়নে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট জনবলের সমতা উন্নয়নে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত জনগণকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা প্রদানে উদ্যোগ গ্রহণ এবং এতদ্বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ, বিতরণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা
- যন্ত্রপাতি ইত্যাদির চাহিদা, মান ও ইন্টারঅপারেবিলিটি নিশ্চিতকরণ
- সকল পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তি আত্তীকরণ, গবেষণা, উন্নয়ন ও সহায়তা প্রদান
- অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মেধা, অভিজ্ঞতা, যোগ্যতার যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে যথাযথ মর্যাদা প্রদান ও স্বার্থ সংরক্ষণ।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের কার্যক্রম

- নবসৃষ্ট তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পদনের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ের জন্য অফিস আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে এবং দাপ্তরিক কাজের জন্য কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে।
- ৬৪টি জেলা অফিস এবং ৪৮৮টি উপজেলা অফিস স্থাপনের জন্য গনপূর্ত বিভাগ হতে চারটি করে আসবাবপত্র ক্রয় ও সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কাজের জন্য পূর্বে ক্রয়কৃত দু'টি জীপ ও একটি মাইক্রোবাস ছাড়া বিবেচ্য অর্থ বছরে আরও একটি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর গেজেটেড ও নন-গেজেটেড কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা' ২০১৫ মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত। নিয়োগ বিধিমালা শীঘ্রই গেজেট বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশিত হবে।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন সমাপ্ত 'বেসিক আইসিটি স্কীল ট্রান্সফার আপ টু উপজেলা লেভেল' ও 'বাংলাগভনেট' প্রকল্প দু'টিতে দুজন প্রোগ্রামার ও ১৯৮ জন সহকারি প্রোগ্রামারকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতে স্থানান্তর বিষেয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি গ্রহণ করা হয়েছে। শীঘ্রই এসব জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত হবে।
- 'সারাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ল্যাঙ্গুয়েজ প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন' প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশের ৬৪টি জেলায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ২০০০ কম্পিউটার স্থাপন করা হবে। যার মধ্যে ৬৪টি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন করা হবে। প্রকরি্পটি বাস্তবায়িত হলে :
  ১. তৃণমূল পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবে।
  ২. ১০০০ শিক্ষককে ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব সমূহের জন্য নয়টি ভাষায় (ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, স্পানিশ, জার্মান, জাপানিজ, কোরিয়ান, রাশিয়ান, আরবী ও চাইনিজ) প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষক হিসাবে গড়ে তোলা হবে।
  ৩. প্রতিটি ল্যাবে ইন্টারনেট সুবিধা থাকবে।
- 'ইনফো সরকার ফেজ-৩ প্রকল্প- কী চাই' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন এবং সুপারিশমালার আলোকে চীন সরকারের প্রতিনিধির সঙ্গে খসড়া কমার্শিয়াল কন্ট্রাক্ট এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর করা হয়।
- 'ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে মাঠ প্রশাসনে ভূমিকা' শীর্ষক ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের অধিদপ্তরের কর্মপরিকল্পনা

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে সমাপ্ত ' বেসিক আইসিটি স্কীল ট্রান্সফার আপ টু উপজেলা লেভেল' ও 'বাংলাগভনেট' প্রকল্প দু'টিতে দুজন প্রোগ্রামার ও ১৯৮ জন সহকারি প্রোগ্রামারকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতে স্থানান্তর এবং প্রধান কার্যালয়সহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পদায়ন সুসম্পন্ন করা।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অবশিষ্ট ৫৫৪টি শূণ্য পদে জনবল নিয়োগ প্রদান করা হবে।
- প্রধান কার্যালয় ও জেলা পর্যায়ের জন্য ৭টি জীপ ও উপজেলা পর্যায়ের প্রশাসনিক কাজের জন্য ১৯৫টি মোটর সাইকেল ক্রয় করা হবে।
- ভূমি মন্ত্রণালয় হতে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয়ের জন্য অফিস ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি বরাদ্দ গ্রহণের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে।
- মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের করণীয়, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ই-গভর্নেন্স চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আইসিটি অধিদপ্তরের ভূমিকা, পিপিপিতে আইসিটি অধিদপ্তরের ভূমিকা, এশিয়া প্যাসিফিক ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে ও আমাদেও সম্ভাবণা ইত্যাদি বিষয়ে সেমিনার আয়োজন করা হবে।
- সদ্য পদায়নকৃত প্রোগ্রামার ও সহকারি প্রোগ্রামারদের জন্য ফাউন্ডেশন ট্রেনিং আয়োজন। এ উপলক্ষ্যে বিপিএটিসি'র সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সম্পাদন।
- অফিস ব্যবস্থাপণাসহ বিভিন্ন বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজন।
- অধিদপ্তরের কার্যালয়সহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিসসমূহে পূর্ণরূপে ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন করা হবে।
- গারাদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন প্রকল্প ডিসেম্বর ২০১৬ এর মধ্যে সফলভাবে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়।
- প্রস্তাবিত 'ডেভেলপমেন্ট অব ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা ৩ নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্মেন্ট ফেজ (ইনফো সরকার ফেজ-৩)' ডিপিপি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদন গ্রহণ।

কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটি (সিসিএ)

সরকার প্রতিশ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ভিত্তি হিসেবে দেশে ই-কর্মাস, ই-লেনদেন, ই-গভর্নেন্স চালুকরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন বাস্তায়নের লক্ষ্য পূরণকল্পে দেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে সংযুক্ত অফিস হিসাবে আইসিটি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) এর ১৮ নং ধারা মোতাবেক ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের (Controller of Certifying Authorities) কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ডিজিটাল স্বাক্ষর নিয়ে কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটি (সিসিএ) এবং দোহাটেক এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

২০১৪-১৫ অর্থবছরের সাফল্য

- ৬টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (সিএ) হিসাবে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছিল। সিএ হিসাবে লাইসেন্স প্রাপ্ত ০৫টি প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব কারিগরি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারি কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় হতে সিএ সার্টিফিকেট গ্রহণ করেছেন।
- এই ০৫টি সিএ প্রতিষ্ঠান বর্তমানে বিভন্ন সরকারী-বেসরকারী সংস্থা ও আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ও সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান করছে।

- একটি কোম্পানী সিএ সংস্থা কার্যক্রম যথাযথ ভাবে শুরু না করায় তার লাইসেন্স বাতিল করা হয়। লাইসেন্স বাতিলে আদায়কৃত ২৫ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়।
- বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক ইতোমধ্যে তাদের স্ব-স্ব ওয়েব সাইট ও দপ্তরে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার শুরু করেছে।
- ২০১৪ এর জানুয়ারী মাসে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে সরকারী পর্যায়ে সিএ হিসাবে কাজ করার জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির আওতায় এ কার্যালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা ও জেলা-উপজেলায় কর্মরত সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে ডিজিটাল স্বাক্ষর বিতরণ করা হয়েছে এবং ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- এ কার্যালয়ে ২০ জন জনবল নিয়ে সাইবার নিরাপত্তা সেল গঠন করা হয়েছে। পৃথক একটি সাইবার সিকিউরিটি এজেন্সি গঠনের উদ্দেশ্যে ৩২০ জন জনবল সম্বলিত অর্গানোগ্রাম, নিয়োগবিধি, কার্যক্রম ইত্যাদি প্রস্তুত করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। সাইবার সিকিউরিটি ষ্ট্যাটেজিক গাইডলাইন এবং ইনফরমেশন সিকিউরিটি পলিসি প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

- সাইবার নিরাপত্তা সেলের কার্যক্রম শুরু করা এবং নিয়োগ সম্পন্ন করা। সাইবার ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা। সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রক ফরেনসিক ল্যাবে মামলা ও অপরাধের তথ্য প্রমাণের বিশ্লেণের ব্যবস্থা করা।
- বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যাপক ব্যবহার উৎসাহিত করা।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ আয়োজিত ইভেন্ট এবং বাস্তবায়নাধীন আরও কিছু প্রকল্প ও কর্মসূচি

ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৫

বাংলাদেশে আইসিটি খাতের সবচেয়ে বড় ইভেন্ট ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড। ২০১৪ সাল থেকে বিসিসি বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার ইনফরমেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস (বেসিস) এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৪ এর আয়োজন করে। এর লক্ষ্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করা। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে শুরু হয় চারদিন ব্যাপী ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৫। উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
বিজ্ঞান প্রযুক্তির জ্ঞান নিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দেশকে আরও সমৃদ্ধ করবে আশা প্রকাশ করে শেখ হাসিনা বলেন, ২০২১ সালে বাংলাদেশ হবে মধ্যম আয়ের দেশ। ২০৪১ সালে হবে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম উন্নত দেশ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার নতুন প্রজন্মকে তথ্যপ্রযুক্তিতে সক্ষম করে তুলতে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ে আইসিটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তিনি বলেন, ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা তার সরকারের অঙ্গীকার। এর মধ্য দিয়ে ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে প্রযুক্তি বিভেদমুক্ত দেশ গড়ে তোলা হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জনগণের ক্ষমতায়নে তথ্যপ্রযুক্তির লাগসই ব্যবহার নিশ্চিত করা। মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রযুক্তির ব্যবহার সহজলভ্য করা। কম্পিউটারের পাশাপাশি মোবাইল ফোন, বেতার, টেলিভিশন

এবং ইন্টারনেটের মতো মাধ্যমের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে তার সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বলেন, আমরা মোবাইল ফোনের মনোপলি ব্যবসা ভেঙে দিয়েছি। ফলে এখন দেশের সাধারণ মানুষ মোবাইল ফোনের সুবিধা পাচ্ছে। অল্প দামে তাদের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে এ যোগাযোগ মাধ্যমটি। দেশের প্রত্যন্ড় অঞ্চলে এখন ইন্টারনেটের ব্যবহার ছড়িয়ে পড়েছে উলে- খ করে শেখ হাসিনা বলেন, জমিতে ফসল ফলাতে কৃষকের সমস্যা হলে বিশেষজ্ঞের

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৫ উদ্বোধন শেষে স্টল পরিদর্শন করেন

পরামর্শ নেওয়া সম্ভব হচ্ছে। দেশের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপে- ক্সগুলো এখন ইন্টারনেট ভিত্তিক যোগাযোগের সুবিধা নিয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ পাচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অব্যাহত প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সিলিকনভ্যালির আইকন হিসেবে পরিচিত কংগ্রেসম্যান মাইক হুন্ডা। তার পাঠানো ভিডিও বার্তায় মাইক হুন্ডা বলেন, তথ্যপ্রযুক্তি খাতে গোটা বিশ্ব আজ বিপ- ব ঘটিয়েছে। এর মাধ্যমেই অনেক দেশ পরিণত হচ্ছে নতুন অর্থনৈতিক শক্তিতে। তাতে বাংলাদেশও সমানভাবে এগিয়ে চলেছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব শ্যাম সুন্দর সিকদার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।।

মেলায় ২৫টি দেশের ৮৫ জন বিদেশি বক্তা ২৪টি সেমিনার, নয়টি কনফারেন্স এবং ১১টি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশ নেবেন।

দেশের গার্মেন্ট সেক্টরের আয়কে আইটি সেক্টরের আয় ছাড়িয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়।

তিনি বলেন, দেশে থ্রি জি সেবা দেওয়া হয়েছে। এবার আমরা ফোর জি আনব। গত এক বছরে ১৮ হাজার ছেলেমেয়েকে আমরা আইটি প্রশিক্ষণ দিয়েছি। আগামীতে ৫০ হাজার ছেলেমেয়েকে এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। যাতে তারা আরও বেশি দক্ষ হয়ে ওঠে আউটসোর্সিংয়ে। বর্তমানে বাংলাদেশ আউটসোর্সিংয়ে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। আমরা এ সেক্টরে আরও এগিয়ে যাব। আর এ সবই সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জন্য। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর জন্য।

বিজ্ঞান প্রযুক্তির জ্ঞান নিয়ে ভবিষ্যত প্রজন্ম দেশকে আরো সমৃদ্ধ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'তার সরকার নতুন প্রজন্মকে তথ্য-প্রযুক্তিতে সক্ষম করে তুলতে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ে আইসিটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।' তিনি বলেন, '২০২১ সালে বাংলাদেশ হবে মধ্যম আয়ের দেশ। এর মধ্য দিয়ে ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে প্রযুক্তি বিভেদমুক্ত দেশ গড়ে তোলা হবে। আর ২০৪১ সালে বাংলাদেশ হবে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম উন্নত দেশ।'

আইসিটি এক্সপো ২০১৫

আইসিটি এক্সপো ২০১৫-এর উদ্বোধন করেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব অ্যাডভোকেট আব্দুল হামিদ, এমপি

২০১৫ সালের ১৫ জুন থেকে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দেশের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প খাতে অন্যতম বড় ইভেন্ট আইসিটি এক্সপো ২০১৫ অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিন ব্যাপী এ সম্মেলনের উদ্বোধন করনে মহমান্য রাষ্ট্রপতি জনাব অ্যাডভোকেট আব্দুল হামিদ, এমপি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এমপি, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ, এমপি এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি এ এইচ এম মাহফুজুল আরিফ। সভাপত্বি করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় সচিব শ্যাম সুন্দর সিকদার।

তথ্যপ্রযুক্তি গবেষণা ফেলোশীপ ও বৃত্তি প্রদান এবং উদ্ভাবনীমূলক কাজে আর্থিক সহায়তা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভগের তথ্যপ্রযুক্তি গবেষণা ও বৃত্তি প্রদান এবং উদ্ভাবনীমূলক কাজে আর্থিক সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় বৃত্তি ও চেক বিতরন করা হয়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ আইসিটি খাতে গবেষণার জন্য ফেলোশীপ ও বৃত্তি প্রদান এবং উদ্ভাবনী কাজের জন্য অনুদান সম্পর্কিত (সংশোধিত) নীতিমালা' ২০১৩ প্রণয়ন করে। গত ১৫ জুন ২০১৪ এ সম্পর্কিত গেজেট প্রকাশিত হয়। ২০১৫ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গবেষণার জন্য ফেলোশীপ ও বৃত্তি প্রদান এবং উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্য এ পর্যন্ত ৪১ জনকে অনুদান প্রদান করা হয়। অনুদানের পরিমান মোট টাকা ২ কোটি ৩৬ লাখ ৩১ হাজার ৩০০ । এর মধ্যে ২০১৪ সালে অনুদানের পরিমানের ৭৮,৫৮,৩০০ টাকা এবং ২০১৫ সালে ১,৫৭,৭৩,০০০ টাকা।

সারাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা শিক্ষা ল্যাব

প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৯৮ কোটি ৯৮ লাখ টাকা। বাস্তবায়ন কাল ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রকল্পটির আওতায় সারাদেশে ২০০০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়েছে। ল্যাবের ফার্নিচার ক্রয়ের লক্ষ্যে দরপত্র মূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে এবং কম্পিউটার ল্যাবের ইকুইপমেন্ট সরবরাহের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

প্রোগ্রামারদের জন্য প্রণোদনা

স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের প্রোগ্রামিং শেখায় উৎসাহিত করছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। ২০১৫ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) মিলনায়তনে দেশের মেধাবী প্রোগ্রামারদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে ১৯৯৮ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত এসিএম-আইপিসির ওয়ার্ল্ড ফাইনাল ও আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশি প্রোগ্রামারদের সম্মাননা ও প্রণোদনা প্রদান করা হয়। সকল প্রতিযোগি ও কোচদের সম্মাননা স্মারক হিসেবে ক্রেস্ট দেয়া হয়। ২০১৫ সালের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দলের প্রত্যেককে দেয়া হয় ৫০ হাজার টাকা করে উৎসাহ পুরস্কার।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, "প্রোগ্রামিংকে শিল্প হিসেবে উপস্থাপন করতে পারলে বাংলাদেশের বিশ্বখ্যাত প্রোগ্রামার তৈরি হবে। দেশে বেশি বেশি প্রোগ্রামার প্রস্তুত হবে। যত বেশি প্রোগ্রামার হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তায়নের কার্যক্রম তত জোরালো হবে। তাই প্রোগ্রামিংয়ে ভাল করতে প্রোগ্রামাদের সব ধরণের সহযোগিতা করবে সরকার। এখন থেকে প্রোগ্রামারদের সরকারি প্রণোদনা,অনুদান ও সম্মাননা প্রদান অব্যাহত থাকবে।"

প্রতিমন্ত্রী প্রোগ্রামারদের অধ্যাবসায়ী এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রতি জোর জানিয়ে বলেন, "প্রোগ্রামিং কনটেস্ট একটি কো-কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটি। এখানে সফল হতে হলে চাই দ্রুত ও নিখুঁত কোডিং, জটিল সমস্যা সমাধান করার সক্ষমতা, ধৈর্য্য, ভালো টিম ওয়ার্ক, চাপের মুখে মাথা ঠান্ডা রেখে সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা। গুগল, ফেইসবুক, মাইক্রোসফটের মতো বড় বড় কোম্পানিগুলো ভালো প্রোগ্রামিং জানা তরুণ-তরুণীদেরকে লুফে নিচ্ছে। আমাদের এ সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। ভালো ক্যারিয়ার তৈরিতে আমরা আপনাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি এবং তা অব্যাহত থাকবে।"

জুলাইয়ের ২৬ তারিখ থেকে কাজাখাস্তানে অনুষ্ঠিতব্য স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতা ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিয়াড অব ইনফরমেটিকসের ২৭তম আসরের (আইওআই) ফাইনালে অংশগ্রহণকারী দলকেও সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতাসহ ৫ লাখ টাকা দেয় তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব শ্যাম সুন্দর সিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. জাফর ইকবাল, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ

সাসেক ইনফরমেশন হাইওয়ে প্রকল্প (বাংলাদেশ অংশ)

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর ঋণ সহায়তা ও সরকারের অর্থায়ন সহ সর্বমোট ২৮.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে সাসেক ইনফরমেশন হাইওয়ে প্রকল্প (বাংলাদেশ অংশ) বাস্তবায়ন করেছে। প্রকল্প মেয়াদ জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৪। প্রকল্পটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের একটি সফল প্রকল্প, যা এডিবির লোন চুক্তির মেয়াদের পূর্বেই শেষ হয়েছে। সাসেক দেশসমূহ (বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভূটান) এবং গ্রামীণ জনপদে শক্তিশালী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত নেটওয়ার্ক সৃষ্টি ও তার ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

ছবি ও গ্রাফিক্স

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজ

- প্রকল্পের আওতায় সাব-রিজিওনাল সংযোগ স্থাপনের নিমিত্তে পঞ্চগড় বিটিসিএল এক্সচেঞ্জের অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক হতে তেতুঁলিয়া উপজেলার বাংলাবান্ধা জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত ৫৬ কিলোমিটার নতুন ৪৮ কোর এর নতুন অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন করা হয়েছে।
- ঢাকা-মগবাজার বিটিসিএল এক্সচেঞ্জ হতে পঞ্চগড় হয়ে ভারতের শিলিগুড়ি এবং কলকাতা হয়ে শিলিগুড়ির সাথে এসটিএম-১৬ এর সংযোগটি আরো গতিশীল ও শক্তিশালী করতে বিটিসিএল ঢাকা মগবাজার, পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও এক্সচেঞ্জ এবং বিটিসিএল চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর এক্সচেঞ্জে ট্রান্সমিশন যন্ত্রপাতিও স্থাপন করা হয়েছে।
- বিটিসিএল ঢাকা মগবাজার হতে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল আগারগাঁও পর্যন্ত দুই কোর অপটিক্যাল ফাইবারের সংযোগও নিশ্চিত করা হয়েছে। ভারত সরকারের প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে শিলিগুড়ি হতে অপর অপটিক্যাল ফাইবার শীঘ্রই প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত অপটিক্যাল ফাইবারের সাথে বাংলাবান্ধা জিরো পয়েন্টে সংযোজিত হবে।
- শীঘ্রই বাংলাদেশ হতে ভারত হয়ে সাসেক দেশসমূহের মধ্যে সাবমেরিন কেবলের বিকল্প পথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে নতুন নেটওয়ার্ক চালু হচ্ছে। ফলে ইন্টারনেট ক্যাপাসিটি নেপাল ও ভূটানের মধ্যে বিতরণ কর সহজ হবে এবং বাংলাদেশের জন্য বাড়তি রাজস্ব আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
- সাসেক দেশসমূহের মধ্যে সাব-রিজিওনাল সংযোগ নিশ্চিত করা ছাড়াও প্রকল্পের আওতায় দেশের ৩০টি উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সে উপজেলা তথ্য ও সেবা কেন্দ্র বা কমিউনিটি ই সেন্টার (সিইসি) স্থাপিত হয়েছে।
- প্রতিটি কেন্দ্রে / সিইসিতে ৩টি করে ল্যাপটপ এবং ৩টি করে ডেস্কটপ কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, রঙিন ও সাদাকালো প্রিন্টার, স্ক্যানার, ডিজিটাল ক্যামেরা, আপদকালীন যোগাযোগের জন্য ৬টি করে

ইউএসবি মডেম, মোবাইল ফোন ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরসহ প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

- কেন্দ্রগুলোতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিতের লক্ষ্যে ৩ কেভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন সোলার সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।
- সংশ্লিষ্ট উপজেলার বিটিসিএল এক্সচেঞ্জ হতে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র / সিইসি পর্যন্ত ২৪ কোর এর অপটিক্যাল ফাইবার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করে ২.০ এমবিপিএস ক্ষমতাসম্পন্ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- গ্রামীন জনগনের দোরগোড়ায় তথ্য সেবা সম্প্রসারিত হয়েছে এবং প্রতিটি তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে উদ্যোক্তা নিয়োগের মাধ্যমে যুবক ও যুবতীদের কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। উভয় কম্পোনেন্টের কাজ বাস্তবায়নের ফলে সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যকে ত্বরান্বিত করেছে।

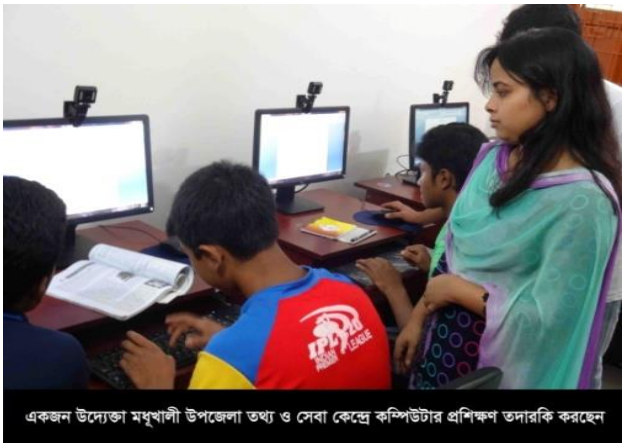
একজন উদ্যোক্তা মধুখালী উপজেলা তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ তদারকি করছেন

ছবি ও গ্রাফিক্স

লার্নি অ্যান্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প

২০১৩ সালের শুরুতে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রনালয় থেকে একটি ব্যতিক্রমী কর্মসূচি চালু করা হয়। তথ্যপ্রযুক্তির অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশের বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থানের পথ সুগম করতে লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প চালু করা হয়। প্রকল্প আকারে গ্রহণের আগে লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং নামে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের সার্বিক অবস্থা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলো:

- দেশের জেলা-উপজেলায় ফ্রিল্যান্সার তৈরির লক্ষ্যে লার্নি অ্যান্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প আকারে গ্রহণ করা হয়। বাস্তবায়ন কাল ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৬ সালের জুন পর্যন্ত। মোট প্রাক্কলিত ব্যয় হবে ১৮০ কোটি ৮০ লাখ টাকা।
- তৈরি করা হবে ৫৫ হাজার ফ্রিল্যান্সার। এর মধ্যে ২০ হাজার নারীকে বেসিক আইটিসহ আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণের কাজ চলমান রয়েছে।

- ইতোমধ্যে দেশের ৬৪ জেলায় ৬৪টি প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে।
- প্রকল্পটির আওতায় দেশব্যাপী ১৫,০০০ জন মহলিাকে বেসিক আইটি লিটারেসির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- এ কর্মসূচির আওতায় শিক্ষার্থীদের ইন্টারনেট ওয়েব ডিজাইন, গ্রাফিক্স ডিজাইন, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (এসইও), সোস্যাল মিডিয়া মার্কেটিং (এসএমএম), থিম ডিজাইন, প্রোগ্রামিং, ওয়েবসাইট ম্যানেজমেন্ট, লিংক বিল্ডিং, ডাটা এন্ট্রি টাইপিং, আর্টিকেল বা ব্লগ রাইটিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

ছবি ও গ্রাফিক্স

বাড়ি বসে বড়লোক কর্মসূচি

- আইটিতে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলার কর্মসূচি 'বাড়ি বসে বড়লোক'। এটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের একটি প্রকল্প। দেশের উপজেলা পর্যায়ে গ্রামের শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের আইটি শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্যই এ প্রকল্প গ্রহণ করে সরকার।
- এর ফলে শিক্ষিত বেকারদের প্রশিক্ষণের সুযোগ যেমন সৃষ্টি হচ্ছে, তেমনি তাদের আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের পথ সুগম হচ্ছে ।
- আউট সোর্সিং এর ধারণা স্থানীয় পর্যায়ে বাড়ী বাড়ী পৌছে দেয়া হচ্ছে।

১. ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা ও বিদেশীদের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করার সক্ষমতা তৈরি হচ্ছে।
২. আইটি সেক্টরে প্রতি ইউনিয়নে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার পথ সুপ্রশস্ত হচ্ছে।
৩. এ কর্মসূচির প্রাক্কলিত মোট ব্যয় ৬৬৯.৭৮ লক্ষ টাকা। ইতোমধ্যে কর্মসূচিটির বাস্তবায়ন শেষ হয়।
৪. ২০১৫ সালের জুন পর্যন্ত এ কর্মসূচির অধীনে প্রায় প্রায় ২৬ হাজার ফ্রিল্যান্সার তৈরি করা হয়। এর মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ মহিলা।

ফ্রিল্যান্সার টু এন্ট্রিপ্রেনিউর উন্নয়ন কর্মসূচি

- দেশের ফ্রিল্যান্সারদের এন্ট্রিপ্রেনিউর হিসাবে গড়ে তুলে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আত্মনির্ভরশীল মানুষ তৈরির লক্ষ্যে ২০১৪ সালের মার্চে ফ্রিল্যান্সার টু এন্ট্রিপ্রেনিউর উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করা হয়। ২০১৫ সালের জুনে কর্মসূচিটি শেষ হয়।
- ফ্রিল্যান্সার টু অনট্রাপ্রেনর কর্মসূচি বাস্তবায়নে ব্যয় ধরা হয় ৬ কোটি ২৭ লাখ। এ কর্মসূচির অধীনে একজন ফ্রিল্যান্সারকে পরিপূর্ণভাবে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সফটওয়্যার তৈরি, ওয়েব ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্ট সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (এমইও), অনলাইন বিপণন ব্যবসা পরিকল্পনা বিষয়ে নানা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। যাতে তারা মুক্ত পেশাজীবী হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি নতুন নতুন ফ্রিল্যান্সারও তৈরি করতে পারেন।
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ফ্রিল্যান্সারদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে এসব তথ্যপ্রযুক্তি উদ্যোক্তা তৈরি করা হয়। যাতে তারা অন্য ফ্রিল্যান্সারদের সঙ্গে টীম গঠন করে কাজ করতে পারে।
- ফ্রিল্যান্সার টু এন্ট্রিপ্রেনিউর উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে একজন ফ্রিল্যান্সার কিভাবে এন্ট্রিপ্রেনিউর হিসাবে গড়ে উঠবেন এবং সফল আইটি ব্যবসায়ী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবেন সে সম্পর্কে ধারনা দেয়া হয়।

মোবাইল অ্যাপস্ উন্নয়ন কর্মসূচি

হাতের মুঠোয় সরকারি সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে মোবাইল অ্যাপস ২০১৩ সালের অক্টোবর থেকে এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হয়। প্রাক্কলিত ব্যয় ৮ কোটি ৮৮ লাখ। কর্মসূচি বাস্তবায়নের সার্বিক চিত্র নিম্নরুপ:

১. বাংলা ভাষায় এবং বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজনীয় ও সামাঞ্জস্যপূর্ণ অ্যান্ড্রয়েডভিত্তিক ৫০০ মোবাইল অ্যাপ্স তৈরি করার লক্ষ্যে ফ্রিল্যান্সার টু এন্ট্রিপ্রেনিউর কর্মসূচি চালু করা হয়। এর মধ্যে ৩০০ অ্যাপ্স সরকারের মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের তথ্য ও সেবার উপর এবং বাকী ২০০ অ্যাপ্স প্রতিযোগিতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে পাওয়া নতুন সৃজনশীল ধারণার উপর।

২. এ কর্মসূচীর আওতায় দেশের ৭টি বিভাগের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০০ জন তরুণ/তরুণীকে মোবাইল অ্যাপ্স উন্নয়নের উপর ৩ মাসব্যাপী বিস্তারিত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পৃক্ত করে নির্বাচিতদেও বিভিন্ন ব্যাচে তিন মাসব্যাপী অ্যান্ড্রয়েডভিত্তিক মোবাইল অ্যাপসের নকশা উন্‌য়ন ও টেস্টিং এ অভিজ্ঞ প্রমিক্ষক দিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

৩. প্রশিক্ষণে সম্প্রতি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত 'জাতীয় পর্যায়ে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়নে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচি'-তে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মেধার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা প্রাথমিকভাবে নিজেরাই মোবাইল অ্যাপ্সগুলো উন্নয়ন করার পর বর্তমানে দক্ষ মোবাইল অ্যাপ্স ডেভেলোপাররা অ্যাপ্সগুলোর মানোন্নয়ন করছে।

৪. ২০১৫ সালের জুনে এ কর্মসূচি শেষ হয় এবং বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও সেবার মোবাইল অ্যাপস্ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়।

বাংলাদেশ প্রকৌল বিশ্ববিধ্যালয় মিলনায়তনে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন বিষয়ক এক সেমিনাওে বক্তব্য রাখছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব ম্যাম সুন্দর সিকদার

জাতীয় পর্যায়ে মোবাইল অ্যাপস প্রশিক্ষক ও সৃজনশীল অ্যাপস উন্নয়ন কর্মসূচি

- ২০১৪ সালের এপ্রিলে কর্মসূচির শুরু। শেষ হয় ২০১৫ সালের জুনে।
- প্রাক্কলিত ব্যয় ৯ কোটি ৪৭ লাখ টাকা।
- ২০০ ছাত্র-ছাত্রীকে অ্যাপস উন্নয়নে দক্ষ করে তোলা হয়।
- উন্নয়নকৃত ৫০০ অ্যাপস ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা দিয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষত মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

ইলেক্ট্রনিক নথি ব্যবস্থপনায় ব্যবহারের জন্য সরকারি দপ্তরসমূহে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরন

- ২০১৩ সালের মার্চ থেকে এ কর্মসূচি শুরু হয়। শেষ হয় ২০১৫ সালের জুনে। প্রাক্কলিত ব্যয় ৮ কোটি ৮৮ লাখ টাকা।
- ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেটের ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়।
- সরকারি দপ্তরসমূহে ই-গবর্নেন্স বাস্তবায়নে সহাযতা করা হয়।

বাংলা করপাস, বাংলা ওসিআর ও টেক্সট টু স্পীস সফটওয়্যার ক্রয় কর্মসূচি

- ২০১৩ সালের অক্টোবর থেকে কর্মসূচি শুরু। শেষ হয় ২০১৫ সালের জুনে।
- প্রাক্কলিত ব্যয় ৮ কোটি ৬০ লাখ টাকা।
- করপাস, বাংলা ও.সি.আর. ও টেক্সট-টু-স্পীচ সফ্টওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এবং ডিজিটাল টকিং বুক তৈরী কর্মসূচি বাস্তবায়ন শেষ হওয়ায় বাংলা ভাষায় তথ্য সংরক্ষণ, আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তিকে সর্বধারনের কাছে পৌছে দেয়া সহজ হবে।

ইনোভেশন প্রোগ্রাম ফর গ্রীন বিল্ডিং কর্মসূচি

১. বাড়ির বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং পানির অপচয় অন্তত ৩০ শতাংশ রোধ করার লক্ষ্যে ২০১৪ সালের এপ্রিল থেকে এ কর্মসূচির বাস্তবায়ন শুরু। শেষ হয় ২০১৫ সালের জুনে। প্রাক্কলিত ব্যয় ৭ কোটি ১৪ লাখ টাকা।

২. গ্রীন বিল্ডিং হলো এমন একটি সিস্টেম যাতে স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি বাড়ীর ব্যবহার্য্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যেমনঃ- বৈদ্যুতিক পাখা, টিভি, ফ্রিজ, কুকার, হিটার, সিডি প্লেয়ার, হোম

থিয়েটার, ওভেন, গ্যাস, এয়ারকন্ডিশন,সাপ্লাই পানি, সি সি টিভি ক্যামেরা, ডিজিটাল লক ইত্যাদি বাড়ীর ভিতর থেকে অথবা দুর থেকে নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব।

৩. বর্তমান বিশ্ব তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর হয়ে উঠেছে। ক্রমবর্দ্ধমান ও বিকাশমান এই তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার ছাড়া জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন আশা করা যায়না।

প্রাথমিক শিক্ষা কন্টেন্ট ইন্টার-অ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া ডিজিটাল ভার্সনে রূপান্তর কর্মসূচি

১. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কর্তৃক প্রণীত প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের (প্রথম-পঞ্চম শ্রেণী) আলোকে গণিত, বিজ্ঞান ও পরিবেশ পরিচিতি/বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ক ইন্টার-অ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া ডিজিটাল শিক্ষা কন্টেন্ট তৈরী করা এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

২. এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু হয় ২০১৪ সালের মার্চে। শেষ হবে ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে।

৩. পাঠ্যপুস্তকের ধারণাসমূহ আরো আকর্ষনীয় ও সহজ বোধগম্য করতে বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ছবি, চার্ট, ডায়াগ্রাম, অডিও, ভিডিও সহ মাল্টিমিডিয়া উপকরণসমূহ সংযোজন করে এ্যানিমেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হবে।

৪. এর ফলে -

- কন্টেন্টসমূহ শ্রেণীকক্ষে ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠ্য বিষয়কে সহজ এবং শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াকে অংশগ্রহণমূলক, আকর্ষনীয় ও আনন্দদায়ক হবে
- কন্টেন্টসমূহ শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষকে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শ্রেণিকক্ষে পরিণত করা
- পাঠদান অধিকতর মনযোগ-আকর্ষক করা
- বিষয়ভিত্তিক ধারণা স্পষ্ট করা ও উন্নততর প্রয়োগ
- পাঠ্য সম্পর্কে শিক্ষকের অনুধাবন বৃদ্ধি
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য স্ব-শিক্ষণের ব্যবস্থা করা
- আধুনিক কম্পিউটার প্রযুক্তির সাথে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের পরিচিত করানো

সাইবার নিরাপত্তা কর্মসূচি

- ২০১৪ সালের এপ্রিলে এ কর্মসূচির শুরু। শেষ হয় ২০১৫ সালের জুনে।
- প্রাক্কলিত ব্যয় ৬ কোটি ৬২ লাখ টাকা।
- এ কর্মসূচির আওতায় তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থা, তথ্যপ্রযুক্তি আইন, নেটওয়ার্ক নিরপত্তা, সাইবার াপরাধের ঝুঁকি এবং কম্পিউটার নিরাপত্তার বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা হয়।

ভবিষ্যতের প্রকল্প

১. বাংলাদেশ বিচারিক ব্যবস্থাকে ডিজিটালাইজেশন সহায়তা প্রদান প্রকল্প
২. আইসিটি দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও স্বকর্ম সংস্থানের সহায়তা প্রকল্প
৩. এস্টাবলিশমেন্ট অব মহাখালী আইটি ভিলেজ প্রকল্প
৪. চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (চুয়েট) আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপন প্রকল্প
৫. এস্টাবলিশমেন্ট অব বরেন্দ্র সিলিকন সিটি এট রাজশাহী প্রকল্প

৬. বেসিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর ইলেক্ট্রনিক্স সিটি এট সিলেট প্রকল্প
৭. সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সাইবার নিরাপত্তা প্রকল্প
৮. Purchase of Government Public Key Infrastructure (GPKI) Equipment প্রকল্প
৯. সর্বস্তরের জনগণের জন্য হেল্পডেস্ক স্থাপন প্রকল্প
১০. She Power প্রকল্প
১১. ইনসেপশন অব দ্যা ইকো সিস্টেম এন্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন এন্ড গেমিং ইন্ডাস্ট্রি
১২. আধুনিকীকরণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগকে শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
১৩. জাতীয় তথ্য নিরাপত্তা কেন্দ্র ও ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন
১৪. YakSee: Communication Solution for E-Governance Education, Health and Agriculture প্রকল্প
১৫. ERP Solution: Paper Less Office প্রকল্প
১৬. Progress Tracker প্রকল্প
১৭. ৭ টি বিভাগে আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন প্রকল্প
১৮. Support to IT Start-Up: 1000 Innovation by ২০২১ প্রকল্প

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বৈদেশিক সাহায়তার প্রকল্পসমূহ

১. Tier-IV সার্টিফাইড জাতীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন প্রকল্প
২. ইনোভেশন ডেভেলপমেন্ট এক্সেলেন্স একাডেমি ও আরএনডি সেন্টার স্থাপন প্রকল্প
৩. সফ্টওয়্যার সার্টিফিকেশন সেন্টার স্থাপন
৪. বিসিসি'র আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
৫. আইসিটিতে সরকারি কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উচ্চ শিক্ষা/প্রশিক্ষণ প্রকল্প
৬. তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলাভাষা সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প
৭. ই-গভার্ণমেন্ট স্টাডি এবং রোডম্যাপ প্রণয়ন প্রকল্প
৮. বারোটি জেলায় আইটি পার্ক স্থাপন প্রকল্প
৯. স্পেশালাইজড সফ্টওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন প্রকল্প
১০. বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনকিউবেশন স্থাপন এবং সফ্টওয়্যার ফিনিশিং স্কুল স্থাপন প্রকল্প
১১. জাতীয় সাইবার সিকিউরিটি এজেন্সী স্থাপন প্রকল্প
১২. ডেভেলপমেন্ট অব ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা-নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গর্ভমেন্ট ফেইজ-৩ (ইনফো সরকার) প্রকল্প
১৩. Establishing Digital Connectivity প্রকল্প
১৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি একাডেমী স্থাপন প্রকল্প
১৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির দক্ষতা প্রমিতকরণ প্রকল্প
১৬. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেন্টার স্থাপন দক্ষতা প্রমিতকরণ প্রকল্প
১৭. জাতীয় আইসিটি প্রশিক্ষণ একাডেমী এবং সফ্টওয়্যার ফিনিশিং স্কুল স্থাপন প্রকল্প
১৮. Establishment of the e-Government Master Plan for Digital Bangladesh

অর্থ বিভাগে প্রেরিত কর্মসূচির তালিকা

তথ্যপ্রযুক্তির খাতের দ্রুত বিকাশের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বেশ কয়েকটি কর্মসূচির অনুমোদন দেয়। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বরাদ্দ প্রদানের জন্য এসব কর্মসূচি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। কর্মসূচিগুলো নিম্নরুপ:

১. **জাতীয় পর্যায়ে মোবাইল গেইম উন্নয়ন কর্মসূচি**

- মোবাইল ভাস উন্নয়নের প্রশিক্ষণ প্রদান করে নতুন দক্ষ প্রজন্ম গড়ে তোলা এবং বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়ার লক্ষ্যে এ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।
- কর্মসূচিটির পিপিএনবি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

২. **তৃণমূলের তথ্য জানালা কর্মসূচি**

- নাগরিক সাংবাদিকদের মাধ্যমে তৃণমূলের ভালো শিখন এবং অভিজ্ঞতাগুলোকে বিদ্যমান যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর সহায়তায়দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিয়ে পারস্পরিক শিখনকে সুসংহত করা এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সঙ্গে তৃণমূলের উন্নয়নকে একীভূত করা।
- কর্মসূচিটি অনুমোদনের জন্য অপেক্ষমান।

৩. **ই–শপ কর্মসূচি**

- চরম দারিদ্র ও ক্ষুধার মূল উৎপাটন।ই-কমার্সের মাধ্যমে অনলাইনে পল্লী বাজার/রুরাল মার্কেটে কর্মসংস্থান ও সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে। এ কর্মসূচিটি চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং বাংলাদেশের মেধাভিত্তিক শ্রম বাজারকে দেশের বাইরে প্রসারিত করবে।
- কর্মসূচিটির অনুমোদনের নিমিত্ত অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

৪. **ফ্রিল্যান্সার ট্রেণিং অ্রান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার নাটোর স্থাপন কর্মসূচি**

- পূনর্গগঠিত পিপিএনবি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে

৫. **জাতীয় পর্যায়ে সর্বস্তরের জনগণের জন্য মোবাইল ফোন ভিত্তিক হেল্পডেস্ক বাস্তবায়ন কর্মসূচি**

- কর্মসূচিটি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

ভবিষ্যতের কর্মসূচি

১. জাতীয় পর্যায়ে মোবাইল ভাস উন্নয়নে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচি
২. আইটিইএস বিপিও অনট্রাপ্রেনর উন্‌য়ন কর্মসূচি
৩. সাইবার সিকিউরিটি (ওয়েবসাইট, ই-মেইল ও ডাটাবেজ) সফটওয়্যার উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও প্রয়োগ কর্মসূচি
৪. ডোমেইন ফর এমপ্লয়মেন্ট থ্রু আইসিটি কর্মসূচি
৫. Digital Tablet Devices কর্মসূচি
৬. ট্রেণিং প্রোগ্রাম ফর ক্রিয়েটিভিটি কর্মসূচি

৭. ইনোভেশন ফর টেলি হেলথ কর্মসূচি
৮. জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও তাঁর সার্বিক অর্জন অনলাইন ও অফলাইন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে প্রোগ্রাম তৈরিকরণ প্রকল্প
৯. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচি
১০. তথ্যকল্যাণী সামাজিক উদ্যোক্তা কর্মসূচি
১১. ইউডিসি টু মাস্টার ট্রেইনার কর্মসূচি
১২. Center For Professional Service and Development (CPSD)
১৩. জাতীয় পর্যায়ে টেলিমেডিসিন প্রযুক্তি ও সেবা সম্প্রসারণ কর্মসূচি
১৪. প্রোগ্রামিং ফর টিচার্স টিচার্স ইন খুলনা ডিভিশন কর্মসূচি
১৫. Building Generation Genius
১৬. Developing and upgrading a mobile Application